সমস্বর©

৭৩ তম সংখ্যা, অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১৮

এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে দ্রুত গাইডলাইন প্রণয়ন করা জরুরী

www.bata.net.bd

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের **মুখপত্র**

এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ প্রতিপালনে গাইডলাইন প্রণয়ন জরুরী

ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) তামাক নিয়ন্ত্রণে একটি আন্তর্জাতিক দলিল। বাংলাদেশ এই চুক্তিতে প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ। এফসিটিসি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসাবে এটি বাস্তবায়নেও আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য, আগে স্বাক্ষর করেও এফসিটিসি বাস্তবায়নে অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তামাক কোম্পানিগুলোকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ না করার ফলে আইন প্রনয়ণের এক যুগ পেরোলেও দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বরাবরই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

বিগত দিনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রনয়ণ, সংশোধন ও বাস্তবায়নে (স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ, বিজ্ঞাপন প্রদান নিষিদ্ধের ধারা বাস্তবায়নসহ) বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তামাক কোম্পানিগুলো। সর্বশেষ সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি পাস বিলম্বকরণেও অপতৎপরতা দেখা গেছে। বর্তমানেও থেমে নেই তামাক কোম্পানীগুলোর কূট-কৌশল। প্রতিবছর কর বৃদ্ধির সময় হলেই নানান টালবাহানা ও দেন-দরবার করে প্রশাসনের কর্মকর্তাদেরকে প্রভাবিত করার চেষ্টা অব্যহত রাখার মাধ্যমে ফাঁয়দা লুটে নিচ্ছে বিভিন্ন তামাক কোম্পানি। তামাক কোম্পানীর এসকল কর্মকান্ডের ফলে অনেক সময় উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে জনস্বার্থ।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট সম্প্রতি দেশের কয়েকটি জেলায় তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণার বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষনে বিভিন্ন দোকানে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের নাম/লোগোসহ তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট ও দাম উল্লেখ করা পোষ্টার দেখতে পায়। তামাক বিক্রয়কারীদের সাথে সরাসরি কথা বলে জানা যায়, এ সকল বিজ্ঞাপন বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি দোকানীর অনিচ্ছা স্বত্তেও লাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। যদিও সিগারেটের প্যাকেটে স্ট্যাম্প ব্যান্ডরোল লাগানো বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারনা হতে পারে এটি হয়তো প্রশাসনের উদ্যোগ কিন্তু, বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত রঙ্গিন পোষ্টার জুড়ে একটি সিগারেটের প্যাকেট এবং ৩৫ টাকা শব্দটি বেশী দৃশ্যমান। পোষ্টারটির নিচের নীল অংশে সাদা রঙ্গে সিগারেটের প্যাকেটে যেমন লেখা থাকে "সংবিধিবদ্ধ সর্তকীকরণ: ধূমপান /তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়" তেমনি লেখা রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে যে, তামাক কোম্পানীগুলো আইন প্রণয়নের এতদিন পরও আইন লংঘন করে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে আসছে তারা হঠাৎ করে রাজস্ব আদায়ে সহযোগিতা করার জন্য উঠে পড়ে লাগবে কেন? তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের আরো অনেক অনেক বিষয় থাকলেও সেগুলো প্রচারের কোন উদ্যোগ কোম্পানী পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এটি কি তবে তামাক কোম্পানীর স্বার্থ না থাকায় তারা প্রচার করছে না? প্রকৃতপক্ষে, এ সকল পোষ্টারের উদ্দেশ্য কি ভোক্তাকে প্রভাবিত ও তামাকের প্রচারণা? বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার।

চলচিত্র অঙ্গনেও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে তামাক কোম্পানীগুলো পণ্যের কৌশলী প্রচারণার মাধ্যমে ধূমপানে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া বাংলা সিনেমা 'দেবী' 'দহন' এ তামাকের লাগামহীন প্রচারণা লক্ষ্য করা গেছে। এসব সিনেমায় অপ্রয়োজনে বহুবার ধূমপানের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। আইন লংঘনকারী এসকল চলচিত্র প্রদর্শণ বন্ধ ও সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সেই সাথে রাষ্ট্রের কল্যাণে প্রণীত আইন বাস্তবায়নের বিষয়ে সেন্সর বোর্ড ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের জোরালো ভূমিকা পালন জরুরী। আইনে উল্লেখ এবং বারবার নিষেধ করার পরও যারা এধরনের কর্মকান্ড অব্যহত রাখছে তাদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করাও প্রয়োজন।

এফসিটিসি এর গুরুত্বপূর্ণ আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তামাক কোম্পানীর প্রভাব বিস্তারের অপতৎপরতা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কিন্তু, এখনো পর্যন্ত দেশে এ বিষয়ে কোন গাইড লাইন বা কোড অব কন্ডাক্ট প্রণয়ন করা হয়নি।

জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী ১৮০টির অধিক রাষ্ট্র স্বাক্ষরিত এ চুক্তি বাস্তবায়নে বিভিন্ন দেশে এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। থাইল্যান্ডের জনস্বাস্থ্য কমিউনিটি তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিহত করতে এফসিটিসি'র নির্দেশনা বাস্তবায়ন করে সফলতা পেয়েছে। ফিলিপাইনেও এফসিটিসি'র আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তাবায়নে স্বাস্থ্য বিভাগ, সিভিল সার্ভিস ও এনজিও'র সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও বিশ্বব্যাপি অনেক রাষ্ট্র এফসিটি'র কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আইন ও নীতির সুরক্ষা নিশ্চিত ও তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে গতিশীল করতে সক্ষম হয়েছে।

বর্তমানে আমরা "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করে চলেছি। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা তামাক কোম্পানী। তামাক কোম্পানিগুলোর প্রভাব থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতি সুরক্ষায় আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে একটি গাইডলাইন প্রনয়ণ বর্তমানে সময়ের দাবী। পাশাপাশি রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা (কোড অব কন্ডাক্ট) প্রণয়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

আশার কথা, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল বেসরকারী সংগঠনগুলোকে সাথে নিয়ে আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেবার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে। কমিটি একটি খসড়া গাইডলাইন প্রনয়ণের কাজ শুরু করেছে। দ্রুততর সময়ে গাইডলাইনটি চূড়ান্ত করা প্রয়োজন। বিশেষ করে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" গড়ার প্রত্যয় বাস্তবায়নে আর্টিকেল ৫.৩ অনুসরণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ বিষয়ে দেশে ছোট পরিসরে কাজ থাকলেও এর ব্যাপকতা বাড়ানো দরকার। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ এ আর্টিকেলটি সম্পর্কে সরকারী কর্মকর্তা ও সাধারণ মানুষের জানার পরিধি বৃদ্ধিতে ও প্রচারণা বাড়াতে হবে। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জনকল্যাণে "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত হবে বলে আমরা আশাবাদী।

অন্যান্য পাতায় আছে

জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস-২০১৮
নীতিতে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ বন্ধ জরুরী

এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে গাইডলাইন প্রণয়ন করা হবে

তামাক বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সিং প্রথা প্রণয়নে করনীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভা, কর্মশালা অনুষ্ঠিত

তামাকজাত পণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর সঠিক বাস্তবায়নে করনীয় বিভাগীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

তামাকের বিজ্ঞাপন বন্ধে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে-কর্মশালায় বক্তারা

আইন ভঙ্গ করে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র 'দেবী' প্রদর্শন; ধূমপানে উৎসাহিত হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম

নদী বন্দরে ধূমপান বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী

"তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রনে নারী যোদ্ধাদের ভূমিকা" শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত

দেশব্যাপী জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস ২০১৮ উদযাপন

পরোক্ষ ধূমপান, জর্দা সেবন, চুলার ধোঁয়া উচ্চহারে ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন নারীরা

তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ

'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে এনটিসিসি'র উদ্যোগে রোডম্যাপ প্রণয়নের কাজ শুরু

প্রবন্ধ

তামাকমুক্ত বাংলাদেশ: প্রতিবন্ধকতা ও করনীয়

বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে বড় প্রতিবন্ধকতা তামাক কোম্পানিগুলোর হস্তক্ষেপ

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি
সাইফুদ্দিন আহমেদ

সদস্য
হেলাল আহমেদ
আমিনুল ইসলাম বকুল

আর্থিক সহযোগিতায়:

The Union
International Union Against Tuberculosis and Lung Disease
Health solutions for the poor

মুদ্রণ: আইমেক্স মিডিয়া লিঃ
ফোন: ৮৮০২-৯১৪৪৯৮০, ০১৭১৩০১৪৪১২
অলংকরণ: গোপাল সরকার

তামাকজাত দ্রব্যের উপর সঠিকভাবে করারোপ করতে সুনির্দিষ্ট ও শক্তিশালী তামাক কর নীতি প্রনয়ণ করা হোক

জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস-২০১৮
নীতিতে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ বন্ধ জরুরী

সৈয়দ সাইফুল আলম॥ স্বাস্থ্যখাতে অনেক অগ্রগতি সাধিত হলেও অসংক্রামক রোগজনিত মৃত্যু (হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সার, ডায়বেটিস) বাংলাদেশের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে। বর্তমানে মোট মৃত্যুর ৬৭% হয়ে থাকে অসংক্রামক রোগের কারনে। যার অন্যতম কারন তামাক সেবন। এ অবস্থায় তামাক ব্যবহার কমিয়ে আনতে চাহিদা ও যোগান উভয় দিকেই সরকারের নজর দেয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি তামাকমুক্ত দেশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আইন ও নীতিতে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করা জরুরী।

জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে ০৯ অক্টোবর সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে **"তামাকমুক্ত বাংলাদেশের লক্ষমাত্রা অর্জনে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ বন্ধ জরুরী"** শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তরা এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

তামাক বিরোধী জোটের উপদেষ্টা আবু নাসের খানের সভাপত্বিতে সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ও লেখক ছট্কু আহমেদ, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, জেষ্ঠ সাংবাদিক নিখিল ভদ্র, গ্রীন মাইন্ড সোসাইটি'র সভাপতি আমির হাসান প্রমূখ। সভা সঞ্চালনা করেন ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প কর্মকর্তা শারমিন আক্তার।

আবু নাসের খান বলেন, তামাক কোম্পানিগুলো বাজার সম্প্রসারনে বেপরোয়া আগ্রাসন চালাচ্ছে। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সরকারকে এখন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২০৪০ সালের মধ্যে "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" গড়ে তোলার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে তামাক কোম্পানিকে কোন ছাড় দেওয়া যাবে না। পাহাড়ে তামাক চাষ বন্ধ, কর ফাঁকিতে কোম্পানিগুলোর কঠোর শাস্তি, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সকল ধরনের বিজ্ঞাপন, প্রচারনা বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহন, আইন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ বন্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে অগ্রাধীকার ভিত্তিতে।

ছটকু আহমেদ বলেন, চলচ্চিত্র একটি অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম। দীর্ঘদিন এই মাধ্যমে কাজ করার ফলে দেশ ও দর্শকদের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা রয়েছে । এই দায়বদ্ধতা থেকেই আগামীতে আমার চলচ্চিত্রে সকল প্রকার ধূমপান সম্বলিত দৃশ্য প্রচার থেকে বিরত থাকবো।

হেলাল আহমেদ বলেন, তামাক কোম্পানিগুলো নানা ভাবে আইন অমান্য করে তাদের বিজ্ঞাপন চালিয়ে যাচ্ছে। তরুনদের আকৃষ্ট করতে এখন নাটক, সিনেমাকে তারা ব্যবহার করছে। নাটক, সিনেমাগুলোতে বার বার ধূমপানের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। তাছাড়া সিনেমায় প্রচারনা হিসেবে পোস্টার, ব্যানার, বিলবোর্ডে ধূমপানের দৃশ্য সম্বলিত ছবি ব্যবহার করা হচ্ছে। নাটক, সিনেমার সাথে সম্পৃক্তদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি আরো বলেন "আমাদের সকলের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে, তাই নাটক, সিনেমায় ধূমপানের দৃশ্য প্রচার থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন।"

নিখিল ভদ্র বলেন, সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করলেও তামাক কোম্পানিতে সরকারের অংশিদারিত্ব উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সরাসরি তামাক কোম্পানির স্বার্থ রক্ষায় সম্পৃক্ত করছে। এতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। অবিলম্বে তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের অংশিদারিত্ব বাতিল করা প্রয়োজন।

আমির হাসান বলেন, তামাকের ক্ষতিকর দিকগুলো শুধু জেনে বা সচেতন হয়েই এর প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

এর আগে সকালে জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের উদ্যোগে "তামাক ব্যবসার সম্প্রসারণ নয়, চাই নিয়ন্ত্রণ" শীর্ষক একটি অবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

কর্মসূচিতে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন, মাস্তুল ফাউন্ডেশন, একলাব, অর্ক ফাউন্ডেশন, ব্যুরো অব ইকোনোমিক এন্ড রিসার্স-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইপসা, এইড ফাউন্ডেশন, নাটাব, তাবিনাজ, টিসিআরসি, ইন্সটিটিউট অব ওয়েলবিং, মানব উন্নয়ন সংগঠন, বিসিসিপি, নারী প্রগতি সংগঠন, প্রত্যাশা, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা), হিমু পরিবহন, সুপ্র, নারীপক্ষ, নবনীতা মহিলা কল্যান সমিতি, বাঁচতে শিখ নারী, কারিতাস বাংলাদেশ, আই.আর.ডি, নাগরিক অধিকার সংরক্ষন ফোরাম, সোস্যাল শেল্টার, পিইউবি, গণমাধ্যম, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটি, সু-প্রভাত, ইকো সোসাইটিসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে গাইডলাইন প্রণয়ন করা হবে -আলোচনা সভায় বক্তারা

আবু রায়হান॥ তামাকের বহুমাত্রিক ক্ষতি বিবেচনায় নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা চুড়ান্ত করেছে ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)। বাংলাদেশ এ চুক্তি স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর করেছে। এ কারণে এফসিটিসি ও এর আর্টিকেলসমূহ অনুসরণ করা আবশ্যক। এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ এ তামাক কোম্পানিকে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এফসিটিসি'র এই আর্টিকেল বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশেও তামাক কোম্পানির প্রভাব থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য নীতি সুরক্ষায় গাইডলাইন প্রণয়ন করা জরুরি। বিশেষ করে, প্রধানমন্ত্রীর "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" গড়ার প্রত্যয় বাস্তবায়নে আর্টিকেল ৫.৩ অনুসরণ করতে হবে।

২৫ অক্টোবর, ২০১৮ দুপুরে রাজধানীর একটি হোটেলে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি) এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে "এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা ও করনীয়" বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তরা এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য) মো. হাবিবুর রহমান খান এর সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল'র সমন্বয়কারী মো. খলিলুর রহমান, ভাইটাল স্ট্রাটেজিস এর হেড অব প্রোগ্রামস মো. শফিকুল ইসলাম, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র পরিচালক গাউস পিয়ারী প্রমূখ। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল'র প্রোগ্রাম অফিসার আমিনুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান।

প্রবন্ধে সৈয়দা অনন্যা রহমান বলেন, এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ এর মূল লক্ষ্য তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখতে রাষ্ট্রসমূহকে সহযোগিতা প্রদান। এতে বলা হয়েছে, রাস্ট্রসমূহ তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতি ও তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিতে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, তামাক কোম্পানির সাথে যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ ও যেসব ক্ষেত্রে যোগাযোগ হবে তার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, তামাক কোম্পানির সাথে অংশীদারিত্ব বা শর্তহীন অপ্রয়োগযোগ্য চুক্তি না করা, তামাক কোম্পানি কর্তৃক প্রদানকৃত তথ্যের স্বচ্ছতা ও সত্যতা নিশ্চিত করা, তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় কর্মসূচী নিয়ন্ত্রণ করা।

মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রনের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা তামাক কোম্পানি। আইন ভঙ্গ করে তাদের আগ্রাসনী প্রচারণা তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে বাধাগ্রাস্ত করে চলেছে। স্বার্থের সংঘর্ষ এড়াতে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

মো. খলিলুর রহমান বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বেসরকারী সংগঠনগুলো কাজ করছে। এনটিসিসি এ সকল কাজের সমন্বয় সাধন করছে। এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে এনটিসিসি একটি গাইডলাইন প্রণয়নের কাজ করছে। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রধানমন্ত্রীর "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" গড়ার প্রচেষ্টা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে বলে আমরা আশাবাদী।

মো. হাবিবুর রহমান খান বলেন, তামাক কোম্পানির বড় টার্গেট তরুণ সমাজ। আমাদের দেশ অস্বচ্ছল হওয়া স্বত্ত্বেও তামাক সেবনে প্রচুর টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে। এফসিটিসি তামাক নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি। কিন্তু, এ সম্পর্কে সরকারী কর্মকর্তা ও সাধারণ মানুষের জানার পরিধি না থাকায় এর যথাযথ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ সম্পর্কে সরকারী কর্মকর্তাদের মাঝে জানার পরিধি বৃদ্ধি ও প্রচারণা বাড়ানো জরুরী।

উন্মুক্ত আলোচনায় কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তামাক বিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ) এর প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

তামাক বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সিং প্রথা ও সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভার করনীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভা, কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কাজী মো. হাসিবুল হক ও আবু নাসের অনীক॥ সহজলভ্যতা ও সহজপ্রাপ্যতার কারণে মানুষ তামাকজাত দ্রব্য সেবনে উৎসাহিত হচ্ছে। যত্রতত্র তামাকের বিক্রয়কেন্দ্র (পয়েন্ট অব সেল) গড়ে উঠছে। এমনকি হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, বিপনী বিতানের আশে পাশে ও জনসমাগম স্থলগুলোতে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তামাকের বিক্রয় কেন্দ্র। ভ্রাম্যমাণ তামাক বিক্রয় কর্মীও বেড়েছে অনেক। কর্মসংস্থানের অজুহাতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অমান্য করে এ কাজে শিশুদেরকেও ব্যবহার করা হচ্ছে।

তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় ও বিপণনের জন্য সু-নির্দিষ্ট নীতি এবং বিক্রয়কারীদের নির্ধারিত ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণের বাধ্যবাধকতা না থাকায় তামাক বিক্রয় ও সেবন নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" গড়তে তামাক বিক্রয়ে লাইসেন্সিং প্রথা বাধ্যতামূলক করা জরুরী। যত্রতত্র তামাকজাত পণ্যের বিক্রয় ও বিপণন নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন) বিদ্যমান আইনের আওতায় তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় লাইসেন্স প্রদানে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এইড ফাউন্ডেশন এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তামাক বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সিং প্রথার বিষয়ে কাজ করছে ।

সম্প্রতি, এইড ফাউন্ডেশন নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, সাভার পৌরসভা, মানিকগঞ্জ পৌরসভা, ঝিনাইদহ পৌরসভার সহযোগিতায় ও দি ইউনিয়নের কারিগরী সহায়তায় **"স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সিং এর ভূমিকা ও সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার করণীয়"** শীর্ষক মতবিনিময় সভা আয়োজন করে। নিচে বিস্তারিত প্রতিবেদন তুলে ধরা হলো;

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ প্রয়োগ জরুরী খুলনা সিটি কর্পোরেশন মেয়র

খুলনা॥ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক বলেছেন, তামাক উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তামাকজাত দ্রব্যের সহজলভ্যতার কারণে যুব সমাজ সহজেই তামাকে আসক্ত হয়ে পড়ছে। তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জনগণকে সুরক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসার পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ প্রয়োগ করা জরুরী।

২৮ অক্টোবর সকাল ১০টায় নগর ভবনের শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে **"স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সিং-এর ভূমিকা ও সিটি কর্পোরেশনের করণীয়"** শীর্ষক মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তৃতায় এ কথা বলেন মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক। মেয়র জানান, খুলনা মহানগরীকে ধূমপান ও মাদকমুক্ত করতে জানুয়ারী ২০১৯ থেকে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি ওয়ার্ডে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হবে। এইড ফাউন্ডেশন ও সিয়াম-এর সহযোগিতায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন এইড ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক মো. দোহা বক্স শেখ। অন্যান্যদের মধ্যে কেসিসি'র কাউন্সিলর মো. সাইফুল ইসলাম,

শেখ মোহাম্মদ আলী, শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ প্রিন্স, মো. ডালিম হওলাদার, এমডি মাহফুজুর রহমান লিটন, কাজী তালাত হোসেন কাউট, মুন্সী আব্দুল ওয়াদুদ, শেখ মোসারাফ হোসেন, মো. আনিছুর রহমান বিশ্বাস, শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, মো. হাফিজুর রহমান মনি, শেখ মো. গাউসুল আজম, কাজী আবুল কালাম আজাদ বিকু, ইমাম হাসান চৌধুরী ময়না, মো. আলী আকবর টিপু, এস এম মোজাফফর রশিদী রেজা, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর মনিরা আক্তার, সাহিদা বেগম, রহিমা আক্তার হেনা, মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু, শেখ আমেনা হালিম বেবী, মাহমুদা বেগম, মাজেদা খাতুন, লুৎফুন নেছা লুৎফা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ কান্তি বালা, সচিব মো. আজমুল হক, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খান মাসুম বিল্লাহ, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. স্বপন কুমার হালদার, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার এসকেএম তাছাদুজ্জামান, খুলনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ফারুক আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মল্লিক সুধাংশু, সিয়াম- এর নির্বাহী পরিচালক এড. মাছুম বিল্লাহ, এইড ফাউন্ডেশনের সিনিয়র প্রকল্প কর্মকর্তা কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক প্রমূখ বক্তব্য রাখেন।

নারায়নগঞ্জ॥ ১ অক্টোবর ২০১৮ সকাল ১১ টায় নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ও এইড ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে সিটি কর্পোরেশন এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এ.এফ.এম এহতেশামূল হক। সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এইড ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক মো. দোহা বক্স শেখ ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক। মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহন করেন ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান, নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, লাইসেন্স কর্মকর্তা, রাজস্ব কর্মকর্তা, নগর পরিকল্পনাবীদগণ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এইড ফাউন্ডেশনের এ্যাডভোকেসি অফিসার আবু নাসের অনীক।

সাভার॥ সাভার পৌরসভা ও এইড ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২৮ নভেম্বর ২০১৮ সকালে ঝিনাইদহ পৌরসভা ভবনের সম্মেলন কক্ষে "স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সিং এর ভূমিকা ও পৌরসভার করণীয়" শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহ পৌরসভার প্যানেল মেয়র মো: আব্দুল মোতালেব এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এইড ফাউন্ডেশনের সহকারি পরিচালক মো. দোহা বক্স শেখ। "তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সিং এর ভূমিকা ও পৌরসভার করণীয়" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এইড ফাউন্ডেনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন পদ্মা'র নির্বাহী পরিচালক মো: হাবিবুর রহমান। ঝিনাইদহ পৌরসভার কাউন্সিলরগণ কর্মশালায় তামাক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন।

বক্তারা বলেন, যত্র তত্র তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ফলে মানুষের মধ্যে এর সেবন বাড়ছে। ফলে মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ছে। স্কুল-কলেজের আশেপাশে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় হওয়ার কারণে শিশু-কিশোর ও তরুণ প্রজন্মের মাঝে ধূমপানে আসক্তি বাড়ছে। তামাকের মত ক্ষতিকর পণ্য বিক্রয়ে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা ও নিয়মিত মনিটরিং করা প্রয়োজন।

১৪ অক্টোবর ২০১৮ সকালে সাভার পৌরসভা ভবন এর সম্মেলন কক্ষে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফুদ্দিন আহমদ চৌধুরী। সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন এইড ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুল।

"তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সিং এর ভূমিকা ও পৌরসভার করণীয়" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এডভোকেসী অফিসার আবু নাসের অনীক। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সাভার পৌরসভার সচিব মো. আব্দুর রব, মেডিকেল অফিসার ডা: কাজী আয়েশা সিদ্দিকা প্রমূখ।

মানিকগঞ্জ॥ মানিকগঞ্জ পৌরসভা ও এইড ফাউন্ডেশনের আয়োজনে ৩ অক্টোবর ২০১৮ দুপুরে মানিকগঞ্জ পৌরসভা ভবনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মানিকগঞ্জ পৌরসভার মেয়র গাজী কামরুল হুদা সেলিম। সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এইড ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুল। তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক। মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মানিকগঞ্জ পৌরসভার কর্মকর্তাবৃন্দ।

মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা **গাজী কামরুল হুদা সেলিম** বলেন, তামাক গ্রহণের মাধ্যমেই তরুণ সমাজ মাদকের জগতে প্রবেশ করছে। তাই আমাদের তামাক নিয়ন্ত্রণে

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি জনগণকে তামাক নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসতে হবে। মানিকগঞ্জ পৌরসভায় কোন দোকান লাইসেন্স ছাড়া তামকজাত দ্রব্য বিক্রয় করতে পারবে না এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

মাগুরা॥ ২৩ অক্টোবর ২০১৮ এইড ফাউন্ডেশন এর আয়োজনে মাগুরা পৌরসভার কনফারেন্স রুমে **"তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সিংয়ের গুরুত্ব"** শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন মাগুরা পৌরসভার মেয়র খুরশীদ হায়দার টুটুল।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন প্যানেল মেয়র মকবুল হাসান মাকুল, এইড ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক তন্ময় কুমার কুণ্ডু প্রমূখ। কর্মশালায় তামাক নিয়ন্ত্রণ ও লাইসেন্সিং বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এইড ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক মো. দোহা বক্স শেখ। মাগুরা পৌরসভার কাউন্সিলর ও কর্মকর্তাগণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

নির্বাচনী ইশতেহারে তামাক বিরোধী অঙ্গীকারের দাবী

২৯ নভেম্বর দুপুরে খুলনা প্রেসক্লাবে এইড ফাউন্ডেশন, সিয়াম ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র সম্মিলিত উদ্যোগে "যত্রতত্র তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ ও প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা" শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সিয়ামের নির্বাহী পরিচালক এড. মো. মাছুম বিল্লাহ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এইড ফাউন্ডেশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার কাজী মো. হাসিবুল হক, খুলনা প্রেসক্লাবের সদস্য ও বিভিন্ন গণমাধ্যম কর্মীরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব জনগণের প্রতিনিধি। রাজনৈতিক দলগুলো এক একটি প্রতিষ্ঠান। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সুস্থ্য জাতি গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশকে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে একটি সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার চাই।

তামাকজাত পণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর সঠিক বাস্তবায়নে করনীয় বিষয়ে বরিশাল, সিলেট ও ময়মনসিংহে বিভাগীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ফারহানা জামান লিজা ও মো. মহিউদ্দিন॥ তামাকজাত পণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী সঠিকভাবে মূদ্রণ ও প্রয়োগ নিশিচতে করনীয় বিষয়ক বরিশাল, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, বরিশাল, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্স সেল এবং তামাক বিরোধী জোট'র সমন্বয়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এতে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগীতা করে দি ইউনিয়ন।

বরিশাল॥ ৪ নভেম্বর ২০১৮ বরিশাল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার রাম চন্দ্র দাস। প্রধান অতিথি ছিলেন গাইবান্ধা-১ আসনের সংসদ সদস্য ও টিসিআরসি'র সভাপতি ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী এম.পি। বিশেষ অতিথি ছিলেন বরিশালের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মো. খায়রুল আলম সেখ, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রন সেল'র সমন্বয়কারী ও যুগ্ম সচিব মো. খলিলুর রহমান।

কর্মশালায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রন) আইন ও এর বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স সদস্যদের ভূমিকা শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (অব:) মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস। তামাক নিয়ন্ত্রনে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর গুরুত্ব ও করনীয় শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন টিসিআরসি'র প্রকল্প কর্মকর্তা ও গবেষণা সহকারী ফারহানা জামান লিজা।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রন সেলের প্রোগ্রাম অফিসার আমিনুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক এ.এ.এম হাফিজুর রহমান, বরিশালের সিভিল সার্জন ডা: মো. মনোয়ার হোসেন, বরগুনার সিভিল সার্জন ডা: মো. হুমায়ূন শাহীন খান, ঝালকাঠির সিভিল সার্জন ডা: শ্যামল কৃষ্ণ হাওলাদার, পটুয়াখালী'র অতি: জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. নুরুল হাফিজ, ভোলা'র উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৃধা মো. মোজাহিদুল ইসলাম, দি ইউনিয়নের কারিগরী পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটি'র নির্বাহী পরিচালক এ কে এম মাকসুদ, টিসিআরসি'র সদস্য সচিব মো. বজলুর রহমান প্রমূখ।

সিলেট॥ ১৮ নভেম্বর ২০১৮ সিলেট বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে "তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর কার্যকর বাস্তবায়নে করণীয়" শীর্ষক বিভাগীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

সিলেট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন গাইবান্ধা-১ আসনের সংসদ সদস্য টিসিআরসি'র সভাপতি ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী এম.পি। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রন সেল'র সমন্বয়কারী ও যুগ্ম সচিব মো. খলিলুর রহমান, সিলেটের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মো. তাহমিদুল ইসলাম।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রন সেলের প্রোগ্রাম অফিসার ফরহাদুর রেজা এর সঞ্চালনায় কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন সিলেটের সিভিল সার্জন ডা: হিমাংশু লাল রায়, মৌলভীবাজার জেলার সিভিল সার্জন ডা: মো. শাহজাহান কবির চৌধুরী, হবিগঞ্জের সিভিল সার্জন ডা: সুচিন্ত চৌধুরী, সুনামগঞ্জ জেলার সিভিল সার্জন ডা: আশুতোষ দাশ, মো. ফখরুল ইসলাম, উপ-পরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তর সিলেট, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজীব কুমার দেব, সিলেট প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল কবির প্রমূখ।

তামাক নিয়ন্ত্রন আইন ও এর বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স কমিটির ভূমিকা শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রন সেল'র সমন্বয়কারী যুগ্ম সচিব মো. খলিলুর রহমান। তামাক নিয়ন্ত্রনে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর গুরুত্ব ও করনীয় শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন টিসিআরসি'র সদস্য সচিব মো. বজলুর রহমান।

সভাপতির বক্তব্যে সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার **মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী** বলেন, তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মূদ্রণ জনস্বাস্থ্য রক্ষায় একটি যুগপোযোগী সিদ্ধান্ত। এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে তদারকী করা হবে। জেলা প্রশাসন এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ময়মনসিংহ॥ ৫ ডিসেম্বর ২০১৮ সকালে ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কর্মশালায় কমিশনার মাহ্মুদ হাসান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য) মো. হাবিবুর রহমান খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রন সেলের সমন্বয়কারী ও যুগ্ম সচিব মো. খলিলুর রহমান। কর্মশালায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রন সেলের সমন্বয়কারী ও যুগ্ম সচিব মো. খলিলুর রহমান ও টিসিআরসি'র সদস্য সচিব মো. বজলুর রহমান।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রন সেলের প্রোগ্রাম অফিসার আমিনুল ইসলামের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন ময়মনসিংহের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার নিরঞ্জন দেবনাথ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ নায়িরু জামান, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এ. এইচ. এম. লোকমান, ময়মনসিংহ রেঞ্জ-এর ডি.আই.জি নিবাস চন্দ্র মাঝি, নেত্রকোনা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মির্জা শাকিলা দিল হাসিন, ময়মনসিংহের বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডা: এম.এ গণি, ময়মনসিংহের সিভিল সার্জন ডা: এ.কে.এম আব্দুর রব, নেত্রকোনার সিভিল সার্জন ডা: মো. তাজুল ইসলাম, শেরপুরের সিভিল সার্জন ডা: মো. রেজাউল কবির, ময়মনসিংহ রেঞ্জ-এর পুলিশ সুপার সৈয়দ হারুন অর রশীদ, ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শেখ মহিউদ্দিন আহম্মেদ, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, শেরপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাইয়েদ এ.জেড মোরশেদ আলী।

এছাড়াও কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী কমিশনার সুলতানা রাজিয়া, নুসরাত জাহান, মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ চিত্ত রঞ্জন চক্রবর্ত্তী, ময়মনসিংহ কাষ্টম্স এক্সাইস এন্ড ভ্যাট বিভাগের রাজস্ব কর্মকর্তা তুষার কান্তি ঘোষ, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন নাটাবের ফিল্ড অফিসার আমিরুল ইসলাম, সাংবাদিক বাবুল হোসেন প্রমূখ।

ময়মনসিংহের **অতি: বিভাগীয় কমিশনার নিরঞ্জন দেবনাথ** বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় বাস্তবায়নে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতি জেলা এবং উপজেলার টাস্কফোর্স কমিটির সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বক্তারা বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণের কার্যকর পন্থাসমূহের মধ্যে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর সঠিক বাস্তবায়ন অন্যতম। সঠিক মনিটরিং, টাস্কফোর্সের কার্যকর ভূমিকা, প্রশাসনের সহযোগিতা, তামাক নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট সকলের যৌথ উদ্যোগে এ কাজটি খুব সহজেই করা সম্ভব বলে তারা মনে করেন।

সভাপতির বক্তব্যে **বিভাগীয় কমিশনার মাহ্মুদ হাসান** তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন। বিশেষ করে তামাকজাত পণ্যের মোড়কে আইন অনুসারে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানীর সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে নির্দেশনা ও প্রতিমাসে টাস্কফোর্স কমিটির নিয়মিত সভা করতে সিভিল সার্জনদেরকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

ধোঁয়াবিহীন/চর্বনযোগ্য তামাকজাত পণ্যের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেট প্রবর্তন জরুরী

বাপ্পা রাজ দাসা॥ ১৯ মার্চ ২০১৬ হতে সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় ও তামাক নিয়ন্ত্রণে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। কিন্তু তামাকজাত পণ্যের মোড়কের ও সাইজের ভিন্নতা, দূর্বল মোড়কজাতকরণ, মোড়কে কোম্পানীর পরিপূর্ণ নাম ঠিকানা, প্যাকেট বা মোড়কে উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ না থাকা এবং একই নাম ও ব্র্যান্ডে ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানির পণ্য বাজারজাতকরণসহ নানান কারনে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী কাজে আসছে না।

১৪ অক্টোবর ২০১৮ সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি), বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র যৌথ আয়োজনে অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তারা এ বক্তব্য প্রদান করেন।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান, টিসিআরসি'র সদস্য সচিব মো. বজলুর রহমান, প্রকল্প কর্মকর্তা ফারহানা জামান লিজা, মো. মহিউদ্দিন, তামাক বিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ) এর প্রোগ্রাম অফিসার মো. রাশেদ প্রমূখ।

বক্তারা বলেন, ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যের কৌটা বা মোড়কের আকার এবং মোড়কে প্রদত্ত ছবির আকার অত্যন্ত ছোট এবং অস্পষ্ট হওয়ায় তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হচ্ছে না। মোড়কের সাইজ এবং সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী যদি আরো বড় এবং ভয়াবহ হয় তবে তা তামাক ব্যবহারে নিরুৎসাহি করবে। যেহেতু ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারীদের অধিকাংশই নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং অক্ষর জ্ঞানহীন। সে কারনে তামাকপণ্যের মোড়কের "লিখিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী" তাদের সতর্ক করতে পারছে না। এক্ষেত্রে সব থেকে কার্যকর সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর সঠিক প্রয়োগ যা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেট প্রনয়ণের মাধ্যমে সম্ভব।

"তামাক নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক অঙ্গিকার জরুরী"
-অবস্থান কর্মসূচিতে আহ্বান

শুভ কর্মকার॥ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জনগনের প্রতিনিধি। জনপ্রতিনিধিদের কাছে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে জনগনের প্রত্যাশা অনেক। তামাক জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি বিধায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তামাক সকল রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে তামাক নিয়ন্ত্রণে অঙ্গীকার ও সুস্পষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রাখা, নির্বাচনে সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য ব্যবহার বর্জন, রাষ্ট্রের নির্বাচনী প্রতীকের তালিকা থেকে 'হুক্কা' প্রতীক অপসারন ও ভোটকেন্দ্রগুলো ধূমপানমুক্ত নিশ্চিত করাসহ সর্বোপরি রাষ্ট্রের সকল নীতি তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখা জরুরী।

১৭ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে "সকল রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে তামাক নিয়ন্ত্রণের অঙ্গীকার চাই" শীর্ষক অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তারা এই আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, এইড ফাউন্ডেশন এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র আয়োজনে অবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বাপা'র জাতীয় কমিটির সদস্য মো. নাজিমুদ্দিন, গ্রীণ মাইন্ড সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক আমির হাসান, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান, এইড ফাউন্ডেশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার কাজী মো. হাসিবুল হক, সুখ সাথী'র নির্বাহী পরিচালক মো. তুহিন মাহমুদ, নবনীতা মহিলা কল্যাণ সমিতি'র নির্বাহী পরিচালক আতিকা হোসেন, বাঁচতে শিখ নারী'র নির্বাহী পরিচালক ফিরোজা বেগম, টিসিআরসি'র প্রকল্প কর্মকর্তা মো. মহিউদ্দিন, মানবাধিকার কর্মী মো. মাসুম হোসেন প্রমূখ। এছাড়াও বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন, মাস্তুল ফাউন্ডেশন, ইন্সটিটিউট অব ওয়েলবিয়িংসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, জনস্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যে কোন কল্যাণকর রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। রাষ্ট্রীয় কল্যাণে রাজনৈতিক সদিচ্ছাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের আজ পর্যন্ত যে সকল অর্জন, তার অনেকাংশে সম্ভব হয়েছে রাজনৈতিক সদিচ্ছার কারণে। সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণে নানা পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশে তামাকের ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে। এ ধারাবাহিকতা অব্যহত রাখতে ও আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকল রাজনৈতিক দলের ইস্তেহারে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এই পণ্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অকাল মৃত্যু ও পঙ্গুত্ব কমিয়ে আনার লক্ষমাত্রা থাকা প্রয়োজন।

বক্তারা আরো বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশের ৩০% এর অধিক জনগোষ্ঠী তরুণ। তামাক কোম্পানিগুলো আইন লঙ্ঘণ করে এ সময়ে তাদের পণ্যের প্রচারণা জোরদার করার ফলে নিবার্চনকালীন সময়ে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। যার প্রভাব পড়ে তরুণ প্রজন্মের উপর।

বিগত দিনেও তামাক কোম্পানিগুলো তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধন, তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি, তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানসহ তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রণীত বিভিন্ন নীতি ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ করতে বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছে। সামগ্রিক তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে তামাক কোম্পানির এ ধরনের অনৈতিক কার্যক্রম।

দেশের জনগনের স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়নে তামাক নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধায় তামাক নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক অঙ্গীকার জরুরী। বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মর সুস্থ্যতা নিশ্চিতে দেশের নীতি নির্ধারক এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে তামাক নিয়ন্ত্রণে স্বতস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

তামাকের বিজ্ঞাপন বন্ধে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে -কর্মশালায় বক্তারা

শারমিন আক্তার॥ জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অন্যান্য ক্ষয়-ক্ষতি বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকার ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করেছে। এ আইনের ধারা-৫ এ সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণের বিধান রয়েছে। আইন অনুসারে, সকল প্রকার তামাকের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ হলেও মানুষকে তামাক ব্যবহারে উৎসাহিত করতে কৌশলে তামাকের বিজ্ঞাপন অব্যাহত রেখেছে তামাক কোম্পানিগুলো। তামাক কোম্পানির অপতৎপরতা বন্ধে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত জরুরী।

১১ নভেম্বর ২০১৮ রায়েরবাজারে এইড ফাউন্ডেশন, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটি, নাটাব এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত Workshop on Sharing Experience of TAPS Ban Survey and the Next Necessary Action বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালায় বক্তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

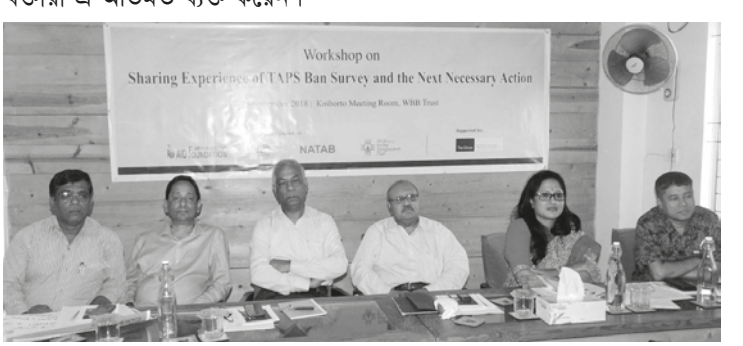

কর্মশালার উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এইড ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুল, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটির নির্বাহী পরিচালক এ কে এম মাকসুদ, স্কোপ এর নির্বাহী পরিচালক কাজী এনায়েত হোসেন এবং ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর পরিচালক গাউস পিয়ারী। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এর নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন। সমাপনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এর সাবেক সমন্বয়কারী মুহম্মদ রুহুল কুদ্দুস। কর্মশালার সেশন পরিচালনা করেন দি ইউনিয়ন এর কারিগরি পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম এবং ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচী ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান।

দিনব্যাপী কর্মশালায় আইন অনুসারে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রচার এবং পৃষ্ঠপোষকতা (TAPS) সংক্রান্ত ধারা বাস্তবায়নের অবস্থা পর্যবেক্ষণে

পরিচালিত গবেষনা কার্যক্রম মনিটরিং, সিভিল সোসাইটিকে অর্ন্তভূক্তকরণ, সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা, টাস্কফোর্স সক্রিয়করণ এবং তামাক কোম্পানির কার্যক্রম পর্যবেক্ষন এই পাঁচটি বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়। আয়োজক সংস্থার ২৫ জন প্রতিনিধি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এতে Law and Identification, Administrative and Awareness, Warning, Enforcement, Reporting and Result (IAWER) বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম।

প্রবন্ধে সৈয়দ মাহবুবুল আলম তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে উল্লেখিত বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত ধারা-৫ বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারনা এবং পৃষ্ঠপোষকতায় (TAPS) নিয়ন্ত্রণে (IAWER) অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রচার এবং পৃষ্ঠপোষকতা (TAPS) সংক্রান্ত গবেষনার কাজ অনেক সহজ ফলপ্রসূ হবে বলে। তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন সনাক্তকরণ এবং সনাক্তকরণে পদ্ধতি। এলাকাভিত্তিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা তৈরীতে এই পাচঁটি বিষয়কে টার্গেট নির্ধারণ করে কাজ করতে হবে বলে তিনি জানান।

মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন বলেন, তামাক কোম্পানিগুলো আইন লঙ্ঘণ করে দোকানদারদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদাণ করায় নিজেরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘণকারী কোম্পানিগুলোকে সরাসরি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা প্রয়োজন।

মুহম্মদ রূহুল কুদ্দুস বলেন, তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের ধরনগুলো সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারলে সেগুলো সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রেরণ করে আইননানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য এঅচঝ– গবেষণা একটি গুরত্বপূর্ণ ও কার্যকরী পদক্ষেপ।

গাউস পিয়ারী বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে আমাদের সুনির্দিষ্ট কৌশল অবলম্বন করতে হবে। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং কৌশল বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরকারের সাথে একত্রে কাজ করতে হবে।

এ কে এম মাকসুদ বলেন, তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার এবং পৃষ্ঠপোষকতা (TAPS) গবেষণার কাজটি এ্যাপসের মাধ্যমে করা হলে জটিলতা কমবে। ডাটাবেজের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, ফলোআপ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহজ হবে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় উক্ত তথ্য সম্পর্কে সহজেই জানা সম্ভব হবে।

আমিনুল ইসলাম বকুল বলেন, তামাক কোম্পানিগুলো স্থানীয় প্রভাবশলীদেরকে এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেয়ায় স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ছে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মীদের জন্য। ভোক্তা ও দোকানীদেরকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলকে এ বিষয়ে আরো অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

কাজী এনায়েত হোসেন বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণকে একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে চিন্তা করতে হবে। প্রকল্প নির্ভরতা এড়িয়ে সামাজিক সুরক্ষার কাজে তামাক নিয়ন্ত্রণে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। ক্ষতিকর তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বন্ধ করা সম্ভব হলে তরুণ প্রজন্মকে ধূমপান থেকে বিরত রাখা সম্ভব।

আইন ভঙ্গ করে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র 'দেবী' প্রদর্শন ধূমপানে উৎসাহিত হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম

'দেবী' চলচ্চিত্রটি আইন মেনে প্রদর্শনে বাধ্য করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে সিনেমা, নাটক ও প্রামাণ্যচিত্রে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য বর্জনের দাবিতে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, এসিডি, ইপসা, ব্যুরো অব ইকনোমিক রিসার্চ, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, নাটাব, প্রত্যাশা, টিসিআরসি, তাবিনাজ, সুপ্র, বিটা, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটি, বিসিসিপি, এইড ফাউন্ডেশন, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্, ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস, প্রজ্ঞাসহ বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠন সম্মিলিতভাবে ১১ ডিসেম্বর ২০১৮ সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন ও স্মারকলিপি প্রদান করে।

কর্মসূচিতে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ ভঙ্গ করে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত 'দেবী' চলচ্চিত্রে ব্যাপকভাবে ধূমপানের দৃশ্য প্রদর্শনের তীব্র নিন্দা জানানো হয়। আইন মেনে চলচ্চিত্রটি প্রদর্শন, ভবিষ্যতে সিনেমা, নাটক ও প্রামাণ্যচিত্র তৈরির ক্ষেত্রে আইন প্রতিপালন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আইন বাস্তবায়নে কঠোর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়। মানববন্ধন শেষে তামাক বিরোধী সংগঠনসমূহের একটি প্রতিনিধি দল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণলায় বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, ব্যাপকভাবে ধূমপানের দৃশ্য ব্যবহারের কারণে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা চলচ্চিত্র দেবী এরই মধ্যে দেশের তামাক বিরোধী এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মীদের মধ্যে গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। আইন অনুযায়ী ধূমপানের দৃশ্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ হলেও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত 'দেবী' চলচ্চিত্রে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বারবার প্রদর্শন করা হয়েছে ধূমপানের দৃশ্য। ব্যবহার করা হয়েছে নিজস্ব মনগড়া সতর্কবাণী। এর আগে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে দেবী সিনেমার প্রথম যে পোস্টার প্রকাশিত হয়, তাতেও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণ করে ধূমপানের বিতর্কিত ছবি ব্যবহার করা হয়। তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোর প্রতিবাদের মুখে সেটি পরিবর্তন করা হয়েছিল। অথচ, মূল সিনেমা মুক্তি দেয়ার ক্ষেত্রেও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রতি ঠিক একই অবহেলা প্রদর্শন করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫-এর ৫(ঙ) ধারায় বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা লভ্য ও প্রচারিত সিনেমা, নাটক এবং প্রামাণ্যচিত্রে ধূমপান ও অন্যান্য তামাকজাত পণ্য ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে কাহিনীর প্রয়োজনে এমন কোন দৃশ্য অন্তর্ভূক্ত করা হলে, সেক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সতর্কীকরণ বার্তা জুড়ে দেয়ার সু-স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। বিধিমালার ৫(ক)

ধারা বলছে, তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শনকালে পর্দার মাঝখানে পর্দার আকারের অন্তত এক-পঞ্চমাংশ স্থান জুড়িয়া কালো জমিনের ওপর সাদা অক্ষরে বাংলা ভাষায় 'ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়' শীর্ষক সতর্কবাণী প্রদর্শন করিতে হইবে এবং উক্তরূপ দৃশ্য যতক্ষণ চলিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সতর্কবাণী প্রদর্শন অব্যাহত রাখিতে হইবে। সিনেমা প্রদর্শনকালেও বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণের নির্দেশনা রয়েছে।

বিধিমালার ৫(খ) ধারা অনুযায়ী, টেলিভিশনে প্রচারিত সিনেমার ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রহিয়াছে এইরূপ অংশ দুইটি বিজ্ঞাপন বিরতির মাঝখানে প্রচারের ক্ষেত্রে প্রথম বিজ্ঞাপন বিরতির পর অর্থাৎ উক্ত অংশ আরম্ভ হইবার পূর্বে এবং দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন বিরতির পূর্বে অর্থাৎ উক্ত অংশ শেষ হইবার পর সম্পূর্ণ পর্দা জুড়িয়া কালো জমিনের ওপর সাদা অক্ষরে বাংলা ভাষায় 'ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়' শীর্ষক সতর্কবাণী অন্যূন ১০ (দশ) সেকেন্ড সময় ধরিয়া প্রদর্শন করিতে হইবে।

বিধিমালার ৫(গ) ধারা অনুযায়ী, প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রহিয়াছে এইরূপ সিনেমা আরম্ভ হইবার পূর্বে, বিরতির পূর্বে ও পরে এবং সিনেমা প্রদর্শনের শেষে অন্যূন ২০ (বিশ) সেকেন্ড সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ পর্দা জুড়িয়া 'ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়' শীর্ষক সতর্কবাণী বাংলা ভাষায় প্রদর্শন করিতে হইবে। কোন ব্যাক্তি এই ধারার বিধান লংঘন করলে তিনি অনুর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হবে এবং উক্ত ব্যাক্তি দ্বিতীয়বার বা পুন:পুন: একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করলে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডণীয় হবেন।

১৯ অক্টোবর ২০১৮ থেকে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটির প্রদর্শন শুরু হলেও ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ও এর বিধিমালার এই সুস্পষ্ট নির্দেশনাগুলো মানা হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, সিনেমাটির পরিবেশক জাজ মাল্টিমিডিয়ার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে গত ১১ অক্টোবর যে ট্রেইলার মুক্তি দেয়া হয়, তাতেও এই বিধিমালা মানা হয়নি।

বক্তারা বলেন, জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের সৃষ্ট 'মিসির আলী' বাংলাদেশে কিশোর ও তরুণ পাঠকদের মধ্যে প্রিয় একটি চরিত্র। তবে, দেবী সিনেমায় মিসির আলির যেভাবে চিত্রায়ন হয়েছে, তেমনটা চালু থাকলে মিসির আলির চরিত্র অনুসরণ করা অসংখ্য কিশোর ও তরুণভক্তরা ধূমপানকেও উপরিল্লিখিত গুণাবলীর একটি অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হিসেবে ধরে নিতে পারেন, যা সন্দেহাতীতভাবে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যকে চরম ঝুঁকিতে ফেলবে। ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত জাতি গড়ার সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগোতে থাকা বাংলাদেশের এই বিষয়ে এখনই সচেতন হওয়া দরকার।

নদী বন্দরে ধূমপান বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী

২৯ অক্টোবর ২০১৮ ঢাকা নদী বন্দরের সম্মেলন কক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস্ এর সহযোগিতায় ঢাকা নদী বন্দর, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ আয়োজিত "নৌ-পরিবহণ ও নৌ-বন্দরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে করণীয়" বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিআইডাব্লিউটিএ, ঢাকা নদী বন্দরের যুগ্ম পরিচালক (পোর্ট) এ. কে. এম আরিফ উদ্দিন এর সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন বিআইডাব্লিউটিএ, ঢাকা নদী বন্দরের যুগ্ম পরিচালক (টেরিফ) মো. আলমগীর কবির, যুগ্ম পরিচালক (সি এন্ড প) মো. আব্দুস সালাম, উপ-পরিচালক (পোর্ট) মো. মিজানুর রহমান, এ কে এম কাউসারুল ইসলাম প্রমূখ। সভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান।

এছাড়াও ঢাকা পুলিশ সুপারের কার্যালয়, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, আনসার ও ভিডিপি, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল (যাপ) সংস্থা, নৌ-থানা, লঞ্চমালিক সমিতি, বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন, বিআই ডাব্লিউটিএ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ঘাট শ্রমিক লীগ, নৌকা মাঝি সমবায় সমিতি, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস ও বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংস্থার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তারা বলেন, পাবলিক প্লেস হিসাবে ঢাকা নদী বন্দরে ধূমপান বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী। নৌ-পরিবহন ক্ষেত্রকে ধূমপানমুক্ত রাখতে ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বিআইডাব্লিউটিএ ও এর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। পদক্ষেপ হিসাবে লঞ্চের ক্যান্টিনে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি বন্ধ করা, তামাক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন নোটিশ জারি ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা, নৌ-বন্দর এলাকায় ধূমপানমুক্ত সাইনেজ ও তামাক বিরোধী বিলবোর্ড স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে। পাশাপাশি মানুষকে সচেতন করতে হবে।

তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে নারী যোদ্ধাদের ভূমিকা

সাবিনা ইয়াসমীন খান॥ ৭ নভেম্বর, ২০১৮ ফার্মগেটে কেআইবি কমপ্লেক্সে তামাক বিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ) ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স (সিটিএফকে) এর উদ্যোগে "তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে নারী যোদ্ধাদের ভূমিকা" শীর্ষক ধারাবাহিক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন এড. সুমাইয়া ইসলাম, তামাক বিরোধী নারী জোট'র আহ্বায়ক ফরিদা আখতার, ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস্ এর প্রোগ্রাম অফিসার আতাউর রহমান মাসুদ, পুষ্টিবিদ খালেদা খাতুন, সমাজকর্মী রেহানা সিদ্দিকী, প্রফেসর ডা. শারমিন ইয়াসমিন, ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. সামিনা চৌধুরী, বারডেম হাসপাতালের ডা. পারভীন, রাষ্ট্র বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. দিলারা চৌধুরী, সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সরফুদ্দিন আহমেদ, চলচিত্র নির্মাতা তাসমীয়া আফরীণ মৌ, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র ডকুমেন্টেশন অফিসার সাবিনা ইয়াসমীন খান, সাংবাদিক রীতা ভৌমিক,

গবেষক নাজমি সাবিনা, তাবিনাজ এর সমন্বয়ক সাইদা আখতার, উবিনীগ এর পরিচালক সীমা দাস সীমু, গবেষক রোকেয়া বেগম প্রমূখ।

সভায় বক্তারা বলেন, সমাজে এবং পারিবারিক জীবনে আমাদের কিছু অভ্যাসের ফলে সার্বিকভাবে জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তেমনি একটি অভ্যাস হচ্ছে তামাক সেবন, যার মধ্যে ধূমপান অর্থাৎ সিগারেট, বিড়ি, হুক্কার ব্যবহার এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য বা পানের সাথে জর্দা ও সাদাপাতা খাওয়া এবং গুলের ব্যবহার। এসব খারাপ অভ্যাস আমাদের স্বাস্থ্যকে মারাত্নকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এর ফলে অসংক্রামক রোগের হার এবং অকাল মৃত্যু ঘটছে।

ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার সামাজিক বাঁধা নেই এবং সাংস্কৃতিকভাবেও গ্রহণযোগ্য। কিন্তু, এর ব্যবহারে স্বাস্থ্যের ঝুঁকি অনেক বেশি। তাই ব্যবহারকারীদের এই বিষয়ে সচেতন করতে হবে এবং সার্বিকভাবে সমাজে এই বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এগুলোর ব্যবহান কমানো শুধু আইনী প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না বরং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয়।

"তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রনে নারী যোদ্ধাদের ভূমিকা শীর্ষক" সভা অনুষ্ঠিত

আবু রায়হান॥ "তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রনে নারী যোদ্ধাদের ভূমিকা শীর্ষক"মতবিনিময় সভা-২ গত ২৮ নভেম্বর ২০১৮ ধানমন্ডির ওমেনস্ ভলেন্টারি এসোসিয়েশন (ডাব্লিউভিএ) মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

তামাক বিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ) ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স (সিটিএফকে) এর উদ্যোগে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন তামাক বিরোধী নারী জোট'র আহ্বায়ক ফরিদা আখতার ও প্রধান অতিথি ছিলেন গুণী অভিনেত্রী ও সমাজকর্মী দিলারা জামান। অন্যান্যের ম্যধ্যে বক্তব্য রাখেন ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস্ এর প্রোগ্রাম অফিসার আতাউর রহমান মাসুদ, উবিনীগ এর পরিচালক সীমা দাস সীমু প্রমূখ।

সভায় অংশগ্রহণ করেন আইনজীবি জাহানারা বেগম, দন্ত চিকিৎসক ডা. নিশাত জেরিন নিশি, ব্যারিষ্টার সাদিয়া আরমান, পুষ্টি বিশেষজ্ঞ আখতারুন নাহার আলো, শিক্ষিকা ড. সৈয়দা মোতাহেরা বানু, প্রজ্ঞা'র কোর্ডিনেটর হাসান শাহারিয়ার, এইড ফাউন্ডেশনের এডভোকেসী অফিসার আবু নাসের অনীক, সাংবাদিক জাকিয়া আহমেদ, গণস্বাস্থ্য নার্সিং ইনিস্টিটিউট এর নার্স সুপারভাইজার জানেমা বেগম, বাংলাদেশ মিডওয়াইফারী সোসাইটি'র প্রজেক্ট ম্যানেজার শারমিন শবনম জয়া, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা আবু রায়হান, ইপসা'র জাকিয়া ইয়াসমিন, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন এর তিথি দে, গ্রীণ বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কাস ফেডারেশনের সুলতানা বেগম, শতাব্দি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা'র মাহামুদা খাতুন, সঙ্গীত শিল্পী নাহার আহম্মেদ প্রমূখ।

বক্তারা বলেন, নারী ও শিশুরা পরোক্ষ ধূমপানের অন্যতম বড় শিকার। ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের ফলে নারীরা নানান ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগে থাকে। প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য ধোঁয়াবিহীন তামাক নিরব ঘাতক। মায়েদের তামাক সেবনের ফলে গর্ভের শিশুর নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। অনেক সময় বিকলাঙ্গ শিশু জন্মগ্রহণ করে।

বক্তারা আরো বলেন, তামাকের কারনে জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তামাক ব্যবহারজনিত কারণে দেশে প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষ অকালে মৃত্যুবরণ করছে। স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। তামাকজনিত রোগের চিকিৎসা করাতে অনেক মানুষ দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে। এর বিরুপ পড়ছে অর্থনীতিতে। দেশের সামগ্রীক উন্নয়নে ক্ষতিকর এ পণ্যের আগ্রাসন থামাতে তামাক নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও যার যার অবস্থান থেকে সভায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান আলোচকবৃন্দ।

শেষ পৃষ্ঠার পর.....

তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষণার ফলাফল

সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের সভাপতি অধ্যাপক ডা. ব্রিগেডিয়ার (অব.) আবদুল মালিকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. আসাদুল ইসলাম। গেষ্ট অব অনার ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপ-রিচালক অধ্যাপক ডা. এএইচএম এনায়েত হোসেন, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশের সহকারী প্রতিনিধি ড. এডউইন সি সালভাদর এবং ইনষ্টিটিউট ফর গ্লোবাল টোব্যাকো কন্ট্রোলের পরিচালক ড. জোয়ানা কোহেন।

উদ্বোধনী পর্বে স্বাগত বক্তব্য প্রদান এবং সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিসিসিপির পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহজাহান।

সমাপনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সাচিব (অব.) মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, উপ-সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য-২) মো: হাফিজুর রহমান চৌধুরী, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এনসিডিসি'র লাইন ডাইরেক্টর ডা. নূর মোহাম্মদ, সাউথইষ্ট ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রস্টি'র উপদেষ্টা ডা. এ এফ এম মফিজুল ইসলাম, ইনষ্টিটিউট ফর গ্লোবাল টোব্যাকো কন্ট্রোলের পরিচালক ড. জোয়ানা কোহেন, বাংলাদেশ টোবাকো কন্ট্রোল রিসার্চ নেটওয়ার্ক (বিটিসিআরএন) এর সভাপতি ডা: নাওজিয়া ইয়াসমিন প্রমূখ।

সম্মেলনে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রায় ৩০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

শেষ পৃষ্ঠার পর.....

'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে রোডম্যাপ

উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তারা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্যমাত্রা, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি), মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ প্রত্যয় সামনে রেখে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলকে শক্তিশালী (বাজেট বরাদ্দ, জনবল বাড়ানো), তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ, বিএটিবিতে সরকারের শেয়ার ও বোর্ড অব ডিরেক্টরস হতে সরকারী কর্মকর্তা প্রত্যাহার, তামাক কর নীতি প্রণয়ন, তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটি সক্রিয়করণ, তামাক নিয়ন্ত্রণের কার্যকর বাস্তবায়নে প্রশাস-নিক উদ্যোগ বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনায় 'দেবী' সিনেমায় ধূমপানের দৃশ্য প্রদর্শনে তথ্য মন্ত্রণালয়কে, তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বানে কৃষি মন্ত্রণালয়ে এবং তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ অনুসারে উৎপাদন ও মেয়াদউত্তীর্ণের তারিখ প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এছাড়াও সভায় "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" বাস্তবায়নে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা করা হয়।

তামাক, অর্থনীতি ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ডালিয়া দাস॥ জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরো অব ইকোনোমিক রিসার্চের (বিইআর) এর যৌথ উদ্যোগে ১৩-১৫ অক্টোবর ২০১৮ (বিইআর) সম্মেলন কক্ষে "তামাকের অর্থনীতি ও তামাক কর: জনস্বাস্থ্য প্রেক্ষিত" শীর্ষক দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য) মো. হাবিবুর রহমান খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি গবেষণা ব্যুরো'র পরিচালক প্রফেসর ড. নাজমা বেগম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক, দি ইউনিয়নের কারিগরী পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম। কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মকর্তা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসাবে তামাক কর সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

মো. হাবিবুর রহমান খান বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে অভিজ্ঞদের সমন্বয়ে এ ধরনের একটি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ প্রসংশনীয়। আমরা সকলে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করলে ২০৪০ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ 'তামাকমুক্ত' হবে।

ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ বলেন, সরকারী কর্মকর্তা, বেসরকারী সংগঠনের প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যম কর্মীদের তামাক কর ও সামগ্রীক তামাক নিয়ন্ত্রণে দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হবে এ ধরনের কর্মশালা।

দি ইউনিয়নের সহযোগিতায় আড়াই দিনের উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার বিভাগের ১০ জন কর্মকর্তা, সিভিল সোসাইটি সংগঠনের প্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মী, শিক্ষার্থীসহ মোট ১৯ জন অংশগ্রহণ করেন।

'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে রোডম্যাপ প্রণয়নে দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত

২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তামাকমুক্ত বাংলাদেশ কর্মপরিকল্পনা (Roadmap) প্রণয়নে দ্বিতীয় সভা স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (জওবি) মো. হাবিবুর রহমান খান এর সভাপতিত্বে সভায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক ইনিষ্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স এন্ড ডেবেলপমেন্টের ফেলো ড. নাসিরুদ্দিন আহমেদ, ভাইটাল স্ট্রাটেজিস এর হেড অব প্রোগ্রামস্ মো. শফিকুল ইসলাম, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলসহ বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠনের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণে দক্ষতা বৃদ্ধিতে স্যানিটারী ইন্সপেক্টর ও ঈমামদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে কতৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি জরুরী। এ লক্ষ্যে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঢাকায় ধারাবাহিকভাবে কর্মশালা আয়োজন করে। এসকল কর্মশালায় বিভিন্ন জেলার স্যানিটারী ইন্সপেক্টর ও ঈমামগণ অংশগ্রহণ করেন। নিম্নে কর্মশালার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তুলে ধরা হলো;

২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮ বিএমএ ভবনের শহীদ ডা. মিলন হলে ঢাকা শহরের বিভিন্ন মসজিদের ইমামদের অংশগ্রহণে তামাক নিয়ন্ত্রণে দিনব্যাপী দক্ষতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা উদ্বোধন করেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল'র সমন্বয়কারী যুগ্ম-সচিব মো. খলিলুর রহমান। কর্মশালায় অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উপ-সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য-২) মো. হাফিজুর রহমান চৌধুরী। কর্মশালার সমাপনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য) মো. হাবিবুর রহমান খান। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, দি ইউনিয়ন, অর্ক ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিবৃন্দ কর্মশালায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টরদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালার ৩য় ব্যাচ ৭-৯ নভেম্বর ২০১৮ তোপখানা রোডস্থ বিএমএ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য) মো. হাবিবুর রহমান খান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার ডা. সৈয়দ মাহফুজুল হক। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এনটিসিসি'র প্রোগ্রাম অফিসার আমিনুল ইসলাম। কর্মশালায় ৩২ জন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর অংশগ্রহণ করেন।

উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টরদের দক্ষতামূলক কর্মশালার ৪র্থ ব্যাচ ১২-১৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তোপখানা রোডস্থ বিএমএ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালার উদ্বোধনী ও সমাপনী পর্বে অতিথি ছিলেন ভাইটাল স্ট্রাটেজিস এর হেড অব প্রোগ্রামস্ মো. শফিকুল ইসলাম, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উপ-সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য-২) মো. হাফিজুর রহমান চৌধুরী, উপ-সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য-১) মো. মোতাহার হোসেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার ডা. সৈয়দ মাহফুজুল হক। সঞ্চালনা করেন এনটিসিসি'র প্রোগ্রাম অফিসার আমিনুল ইসলাম। এতে ৩২ জন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ সকালে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের একটি প্রতিনিধি দল স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট এর সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন মাহমুদকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়। এসময় তিনি জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি দলের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান এবং আগামী দিনে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনায় তার সক্রিয় সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস ব্যক্ত করেন।

২৬ ডিসেম্বর ২০১৮ সকালে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের একটি প্রতিনিধি দল ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স ইনভেস্টিগেসনস এর মহাপরিচালক ড. মো. শহিদুল ইসলাম এর সাথে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে তামাকের কর বাড়াতে সুপারিশ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সহায়তার আহ্বান জানানো হয়।

দেশব্যাপী জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস ২০১৮ উদযাপন
তামাক ব্যবসা সংকোচনের দাবী

তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকার ও বেসরকারী সংগঠনগুলোর নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বিশ্ব দরবারে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। কিন্তু, থেমে নেই তামাক কোম্পানিগুলো। আইন লঙ্ঘণ করে তামাকের প্রচার-প্রচারণা, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আইন ও নীতিতে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে এবং সেই সাথে অনুন্নত দেশগুলোতে তামাকের ব্যবসা সম্প্রসারণে মরিয়া হয়ে উঠছে দিন দিন।

জাপান টোব্যাকো কোম্পানি ১২ হাজার ৪৩০ কোটি টাকায় আকিজের তামাক ব্যবসা ক্রয় করে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। এক্ষেত্রে দেশীয় তামাক কোম্পানিগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে অন্যতম অন্তরায় দেশে তামাকজাত দ্রব্যের বাজার সম্প্রসারণ।বহুজাতিক তামাক কোম্পানি জাপান ট্যোবাকোকে আকিজের সাথে মিলে বাংলাদেশে তামাক ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়া সত্যিই দু:খজনক। ক্ষতিকর তামাকজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ কোন রাষ্ট্রের কাছেই প্রত্যাশিত নয়। "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" লক্ষ্য অর্জন করতে হলে তামাক কোম্পানির আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এ বছর ৯ অক্টোবর জাতীয় তামাকমুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে "তামাক ব্যবসার সম্প্রসারণ নয়, চাই নিয়ন্ত্রণ"। দিবসটি উদযাপনে সারাদেশে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সঙ্গে সম্পৃক্ত সংগঠনগুলো স্থানীয় প্রসাশনের সাথে ও নিজ নিজ উদ্যোগে তামাক বিরোধী বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, মানববন্ধন, অবস্থান কর্মসূচি, আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। যথাসময়ে জোট'র সচিবালয়ে প্রাপ্ত সংবাদসমূহ গ্রন্থণা করেছেন **আবু রায়হান** ও **সাবিনা ইয়াসমিন খান**। নিম্নে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রতিবেদন তুলে ধরা হলো।

ঢাকা॥ সকাল ১০টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের আয়োজনে "তামাক ব্যবসার সম্প্রসারণ নয়, চাই নিয়ন্ত্রণ" অবস্থান

কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচীতে ইয়ং পাওয়ার ইন সোস্যাল একশন (ইপসা), এইড ফাউন্ডেশন, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব), প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি), একলাব, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটি, অর্ক ফাউন্ডেশন, ব্যুরো অব ইকোনোমিক রিসার্স, মাস্তুল ফাউন্ডেশন, নবনীতা মহিলা কল্যান সমিতি, বাঁচতে শিখো নারী, হিমু পরিবহন, সোস্যাল শেল্টারসহ পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা), বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এস্যোসিয়েসন, তামাক বিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ), বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম (বিসিসিপি), ইন্সটিটিউট অব ওয়েলবিং, মানব উন্নয়ন সংগঠন, নারী প্রগতি সংগঠন, সুপ্র, নারীপক্ষ, কারিতাস বাংলাদেশ, আই.আর.ডি, নাগরিক অধিকার সংরক্ষন ফোরাম, পিইউবি, গণমাধ্যম, সু-প্রভাত, ইকো সোসাইটি ও অন্যান্য পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে কর্মরত সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। অবস্থান কর্মসূচী শেষে জাতীয় প্রেসক্লাবে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রাজবাড়ী॥ "ডাস্ বাংলাদেশ" উদ্যোগে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পাশে ও

রাজবাড়ী অংশে এবং দেশের অন্যতম নদীবন্দর দৌলতদিয়া ঘাটের দৃষ্টিগোচর স্থান ও জনসমাগম স্থলে 'তামাক ব্যবসার সম্প্রসারণ নয়, চাই নিয়ন্ত্রণ' বার্তা সম্বলিত ফেস্টুন/প্লাকার্ড স্থাপন করা হয়।

শ্রীবরদী, শেরপুর॥ এনাম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র উদ্যোগে সকাল ১১টায়

শ্রীবরদী সরকারী কলেজ গেইটে তামাক বিরোধী লিফলেট ক্যাম্পেইন এবং জুয়েল একাডেমি স্কুলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এনাম ওয়লফেয়ার সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক এনামুল কবিরের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জুয়েল একাডেমি স্কুলের পরিচালক আ: সাত্তার বাবু, সহকারী শিক্ষক আ: হাই, ইমরান হোসাইন প্রমূখ।

সিরাজগঞ্জ॥ সকাল ১১টায় ডেভেলপমেন্ট ফর ডিজএ্যাডভান্টেজ পিপল

(ডিডিপি) সংস্থার আয়োজনে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় তামাকমুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য তুলে ধরে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। ডিডিপি'র নির্বাহী পরিচালক কাজী সোহেল রানার পরিচালনায় কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক মামুনুল ইসলাম পাপ্পু। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডা: মো. আল আমিন ও ডিডিপি'র অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

নওগাঁ॥ প্রজন্ম মানবিক অধিকার উন্নয়ন কেন্দ্র, প্রজন্মের আলো, ইসরাফিল আলম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন-এর যৌথ উদ্যোগে ৯ অক্টোবর সকাল ১০টায় নওগাঁ আত্রাই উপজেলার বান্দাইখাড়া শহরের রহমান স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট এর সামনে 'তামাক ব্যবসার সম্প্রসারণ নয়, চাই নিয়ন্ত্রণ' শীর্ষক অবস্থান কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট খোরশেদ আলম, প্রজন্মের আলো'র সম্পাদক অধ্যক্ষ আব্দুর রহমান রিজভী, প্রভাষক জাকিরুল ইসলাম, প্রভাষক মাসুদ

পারভেজ, আবু রেজা, মামুনুর রশিদ, রিপন সরদার, ইদ্রিস আলী, সোহেল রানা, ইউপি সদস্য মো. আলম প্রমূখ। বান্দাইখাড়া বিএম কলেজ ও রহমান স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউটের ছাত্রছাত্রী ও প্রশিক্ষনার্থীগণ অংশ গ্রহন করেন।

রাজশাহী॥ বস্তি উন্নয়ন ও কর্ম সংস্থা, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট,

প্রতিভা বিকাশ কেন্দ্র, সম্প্রীতি সোসাইটি, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম আজাদ পাঠাগার ও ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র যৌথ আয়োজনে দূর্গাপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে 'তামাক ব্যবসার সম্প্রসারণ নয়, চাই নিয়ন্ত্রণ' শীর্ষক মানবন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোসা: বানেছা বেগম, বস্তি উন্নয়ন ও কর্ম সংস্থা'র নির্বাহী পরিচালক মো. হাসিনুর রহমান প্রমূখ।

দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা॥ মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে ৯ অক্টোবর বেলা

১১টায় দর্শনার প্রধান সড়কে 'তামাক ব্যবসার সম্প্রসারণ নয়, চাই নিয়ন্ত্রণ' শীর্ষক শোভাযাত্রা ও লিফলেট ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মসূচিতে মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

কুষ্টিয়া॥ ৯ অক্টোবর বেলা ১১টায় সোস্যাল এডভান্সমেন্ট ফোরাম (সাফ) এবং বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র আয়োজনে 'তামাক ব্যবসার

সম্প্রসারণ নয়, চাই নিয়ন্ত্রণ' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মুকুল খসরুর সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. মিজানুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন দৈনিক প্রতিজ্ঞা পত্রিকার সম্পাদক নুরুন্নাহার সীমা, পৌর কাউন্সিলর রিনা নাসরিন। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন সেতু'র সঞ্চয় কুমার বিশ্বাস, মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার নূরুন্নাহার রিক্তা, মানবাধিকার কর্মী ইব্রাহিম খলিল, এডিডি ইন্টারন্যাশনাল এর জেলা সমন্বয়কারী কোহিনূর খাতুন প্রমুখ। কর্মসূচি পরিচালনা করেন সাফ'র নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক।

ঝিনাইদহ॥ ০৯ অক্টোবর ঝিনাইদহ মডার্ন মোড়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ জেলা টাস্কফোর্স কমিটি, এইড ফাউন্ডেশন, পদ্মা, তাবিনাজ ও বাংলাদেশ তামাক

বিরোধী জোটের আয়োজনে মানববন্ধন ও লিফলেট ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন অফিসের স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আব্দুর রহমান, 'পদ্মা' সংস্থার নির্বাহী পরিচালক হাবিবুর রহমান, তাবিনাজ এর প্রতিনিধি নাসরীন সুলতানা, এইড ফাউন্ডেশনের সহকারি পরিচালক (প্রশাসন) তন্ময় কুন্ডু, সহকারি পরিচালক মো. দোয়া বক্স শেখ প্রমূখ।

আমঝুপি, মেহেরপুর॥ ৯ অক্টোবর সকাল ১০টায় সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে সংস্থার সভাকক্ষে তামাকমুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ে

আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিশোর সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মো. আসাদুজ্জামান লিটনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল আলম। "সুবাহ" সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো. মঈন-উল-আলম এর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন আইডিয়াল স্কুলের পরিচালক ও সহকারি সম্পাদক মো. সাগর হোসেন, এ্যানুমিলিয়াম সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. আরিফ হোসেন, সোসাইটি ফর দি প্রোমোশন অব হিউম্যান রাইটস এর নির্বাহী পরিচালক আবু আবিদ প্রমূখ।

ভোলা, বরিশাল॥ সকাল ১০টায় রামদাসপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং জীবন ও জীবিকা সংস্থা'র সমন্বয়ে শোভাযাত্রা আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রা শেষে ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার হলরুমে তামাকমুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্যে সামনে রেখে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মাদ্রাসা'র সহ-সুপার মো. ফখরুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন জীবন ও জীবিকা সংস্থার ম্যানেজার মো. মহিউদ্দিন ও নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ বাদশাহ আলম।

আগৈলঝাড়া, বরিশাল॥ ৯ অক্টোবর বিকাল ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত বরিশাল আগৈলঝাড়া বাশাইল হাটে সচেতনতামূলক লিফলেট ক্যাম্পেইন

অনুষ্ঠিত হয়। এসময় জাতীয় তামাকমুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য তুলে ধরে তৈরীকৃত লিফলেট জনগণের মাঝে বিতরণ করা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মহিলা উন্নয়ন সমিতির পরিচালক মো. সাইফুল ইসলাম, সম্পাদিকা মনিরা আক্তার ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

বেতাগী, বরগুনা॥ ৯ অক্টোবর সকাল ১১টায় ইকোনোমিক ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন- ইভডা, ধ্রুবতারা ও ম্যাফস ফাউন্ডেশনের

যৌথ উদ্যোগে ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সহযোগিতায় বেতাগী সরকারি হাইস্কুল সড়কে ধ্রুবতারার ডিলি ক্যাম্পাসে 'তামাক ব্যবসার সম্প্রসারণ নয়, চাই নিয়ন্ত্রণ' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইভডা'র সভাপতি সাইদুল ইসলাম মন্টু'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেতাগী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোসা: জেসমিন আক্তার, বেতাগী গার্লস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রুহুল আমিন সোহেল, ধ্রুবতারা সংস্থার বরিশাল বিভাগীয় সাংগঠনিক

সম্পাদক অলি আহম্মেদ, আনসার ভিডিপি'র পৌর দলনেতা সুখ দেব হাওলাদার, পরিবর্তন ক্লাবের সহ-সভাপতি রাকেশ খান ও সাধারন সম্পাদক মো. নুজাইন ইসলাম শাওনসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

দিনাজপুর॥ বিকাশ ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের আয়োজনে

দিনাজপুরে ৯ অক্টোবর সকাল ১০টায় খানসামা উপজেলায় শ্যামলতলী বাজারে অবস্থান কর্মসূচি ও জনসচেতনতামূলক লিফলেট ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিকাশ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো. নূরুল হক, সমাজসেবক মো. মোখলেছুর রহমান প্রমূখ।

দিনাজপুর॥ দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলায় ৯ অক্টোবর বিকাল ৩টায় কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) এর আয়োজনে সংস্থার প্রশিক্ষণ কক্ষে 'তামাক ব্যবসার সম্প্রসারণ নয়, চাই নিয়ন্ত্রণ' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)'র নির্বাহী পরিচালক মো. মতিউর রহমান। আলোচনা করেন কাম টু ওয়াক এর ম্যানেজার মো. সাইফুল ইসলাম, আশিষ কুমার রায়, সাজ্জাদুর রহমান প্রমূখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংস্থার আইটি অফিসার মো. জাহেনুর আলম। সভা শেষে সকলের অংশগ্রহণে একটি শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

রংপুর॥ শ্যাডো, শেয়ার, সবুজ সংঘ যুব সংগঠনের আয়োজনে ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র কারিগরী সহায়তায় ৯ অক্টোবর সকাল ১১টায় শ্যাডো সংস্থার গঙ্গাচড়া কার্যালয়ে 'তামাক ব্যবসার সম্প্রসারণ নয়, চাই

নিয়ন্ত্রণ' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্যাডো সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো. সারওয়ার জামিল খন্দকার, শেয়ার ফাউন্ডেশনের পরিচালক দেবাশীষ দাস শংকর, শ্যাডো প্রকল্প সমন্বয়কারী রাকিবুজ্জামান রানা, হিসাব কর্মকর্তা রাফিউল ইসলাম লিমন, যুব সংগঠনের ফারহানা আক্তার এবং মিজানুর রহমানসহ অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ। সভা শেষে গঙ্গাচড়া জিরো পয়েন্টে সচেতনতামূলক লিফলেট ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়।

কুড়িগ্রাম॥ রাজীবপুর সরকারী পাইলট হাই স্কুল মোড় সংলগ্ন এলাকায় গরীব উন্নয়ন সংস্থা ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র উদ্যোগে সকাল ১১টায়

অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন রাজীবপুর সরকারী পাইলট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব আজিম উদ্দিন মাষ্টার। এসময় উপস্থিত ছিলেন রাজীবপুর উপজেলা চেয়ারম্যান মো. শফিউল আলম, গরীব উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এম.এ লতিফ প্রমূখ। এছাড়াও অত্র স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার্থীরা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

ঠাকুরগাঁও॥ ৯ অক্টোবর বেলা ১১টায় ঠাকুরগাঁয়ে জাতীয় উন্নয়ন সংস্থার

হলরুমে উপমা পল্লী উন্নয়ন সংস্থা, এসো জীবন গড়ি, গ্রামীন সেবা সংস্থার যৌথ আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন উপমা পল্লী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ফারজানা আক্তারসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সুনামগঞ্জ, সিলেট॥ সুনামগঞ্জ সিভিল সার্জন কার্যালয় এর সহযোগিতায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আরডিএসএ, স্বপ্নডানা ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র আয়োজনে 'তামাক ব্যবসার সম্প্রসারণ নয়, চাই নিয়ন্ত্রণ' শীর্ষক শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা ও তামাক বিরোধী শপথবাক্য পাঠ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ৯ অক্টোবর সকাল ১১ টায় সুনামগঞ্জ জেলা ইপিআই ভবনে সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রামপদ রায় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সিভিল সার্জন ডা: আশুতোষ দাশ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর হাসপাতাল এর আরএমও ডা: রফিকুল ইসলাম, সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডা: মো. আবুল কালাম। সভা সঞ্চালনা করেন সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের

সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ ওমর ফারুক। সভায় সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সিভিল সার্জন ডা: আশুতোষ দাশ সুনামগঞ্জ জেলাকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ্যে উপস্থিত সকল কর্মকর্তা ও চিকিৎসককে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

সিলেট॥ আরজদ আলী স্মৃতি কল্যাণ পাঠাগার এর উদ্যোগে ৯ অক্টোবর

সকাল ৯টায় সিলেটের দক্ষিণ সুরমার ইলাইগঞ্জ সিকন্দরপুর গেইট হতে তামাক বিরোধী সাইকেল শোভাযাত্রা ও পথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আরজদ আলী স্মৃতি কল্যাণ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা ও অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ তাজুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ ছাদিকুল আলম, জয়েন্ট সেক্রেটারী ডা: মো. নজরুল ইসলাম, ক্রীড়া ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক কামাল আহমদ, সাহিত্য সম্পাদক সেবুল আহমদ, নির্বাহী সদস্য মোস্তাফিজ রহমান জুনাব, নাহিদুর রহমান। এছাড়াও রাখালগঞ্জ কে.সি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

নোয়াখালী॥ আবসা'র আয়োজনে ৯ অক্টোবর সকাল ১০টায় বেগমগঞ্জ উপজেলার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে একটি লিফলেট ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পেইন শেষে নোয়াখালী

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সংলগ্ন জমিদার হাট মডেল একাডেমীর সামনে 'তামাক ব্যবসার সম্প্রসারণ নয়, চাই নিয়ন্ত্রণ' শীর্ষক অবস্থান কর্মসূচি পইন অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের নাম রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মো. খুশিদ আলম, সমাজ সেবক মো. আব্দুর রহিম, মো. হাজী জাহাঙ্গীর আলম, আবসা'র নির্বাহী পরিচালক আবুল কাশেম, লেখক সুরকার মো. ফখরুল ইসলাম প্রমূখ।

বিভিন্ন জেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে সরকারের দেশব্যাপী (জাতীয়, জেলা/উপজেলা) টাস্কফোর্স কমিটি গঠন একটি সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। জেলা শহরগুলোতে জেলা প্রশাসক ও সিভিল সার্জন এবং উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তাগণ এবং অন্যান্য সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত টাস্কফোর্স কমিটি তামাক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

"তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" গড়ে তোলার প্রত্যয় বাস্তবায়নে করনীয় বিষয়ে সম্প্রতি দেশের কিছু জেলা/উপজেলায় টাস্কফোর্স কমিটির সভা ও তামাক নিয়ন্ত্রণে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিচে বিস্তারিত প্রতিবেদন তুলে ধরা হলো;

জামালপুর॥ জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এর আয়োজনে ৪ নভেম্বর ২০১৮ জামালপুর জেলা সদরে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণের নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জামালপুর নাটাব জেলা কমিটির

সভাপতি তানভীর আহমেদ (হীরা) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অথিতির বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতির সভাপতি আহমেদ কবীর। বিশেষ অতিথি ছিলেন সিভিল সাজন ডা: গৌতম রায়, লে: কর্ণেল নজরুল ইসলাম। সভায় তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সূচনা বক্তব্য রাখেন নাটাবের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের ব্যবস্থাপক ফিরোজ আহমেদ। মুক্ত আলোচনায় জামালপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি, বার কাউন্সিল সভাপতি, তামাক বিরোধী নারী জোট এর প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ নেন।

জামালপুর জেলাকে তামাকের বিজ্ঞাপনমুক্ত করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে জানান জেলা প্রশাসক আহমেদ কবীর। এ কাজে সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রশাসনের পাশাপাশি ব্যবসায়ী ও সুশীল সমাজের সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

পটুয়াখালী॥ ২৬ নভেম্বর ২০১৮ পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা তামাক নিয়ন্ত্রন আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পটুয়াখালী জেলা তামাক নিয়ন্ত্রন আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মো. মতিউল

ইসলাম চৌধুরী। সভায় বক্তব্য রাখেন সদস্য সচিব ও সিভিল সার্জন ডা: মো. শাহ মোজাহেদুল ইসলাম, এডিএম মো. নুরুল হাফিজ, এডিসি জেনারেল মো. হেমায়েত উদ্দিন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন আদর্শ মানবসেবা সংস্থার পরিচালক আফরোজা আকবর, প্রতিনিধি সৈয়দ মোফাজ্জেল হোসাইন প্রমূখ। সভা আয়োজনে সহযোগিতা করে আদর্শ মানবসেবা সংস্থা ও ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট।

সুনামগঞ্জ॥ ৩ ডিসেম্বর ২০১৮ বেলা ১১ টায়, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস কক্ষে উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী

কর্মকর্তা ইয়াসমিন নাহার রুমা'র সভাপতিত্বে উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নিগার সুলতানা কেয়া, কুরবান নগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আবুল বরকত, কাঠইর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. শামছুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর নগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মোকসেদ আলী, রঙ্গারচর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আব্দুল হাই, গৌরারং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. ফুল মিয়া, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ কৃষ্ণ চক্রবর্তী, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ পেয়ার আহমেদ, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্ট এর লিডার মো. সোলেমান রেজা চৌধুরী, সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নাজমা জাহান, মোল্লাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ এর সচিব তরুন কুমার বসু, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি'র প্রশিক্ষক মো. জুয়েল মিয়া, তামাক বিরোধী জোট'র সদস্য রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন-আরডিএসএ এর নির্বাহী পরিচালক মো. মিজানুল হক সরকার, উন্নয়নকর্মী মো. সফিকুল ইসলাম।

সভাপতি **ইয়াসমিন নাহার রুমা** বলেন, পরবর্তীতে উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করা হবে। সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান মোতাবেক কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং টাস্কফোর্স কমিটির সকল সম্মানীত সদস্যবৃন্দের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র "ধূমপানমুক্ত অফিস, ধূমপানমুক্ত এলাকা" সতকর্তামূলক নোটিশ" স্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান ও সভায় সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা প্রশাসনকে "ধূমপানমুক্ত অফিস" ঘোষণা করেন। সভা আয়োজনে সহায়তা করে আরডিএসএ।

জকিগঞ্জ॥ ২৬ অক্টোবর ২০১৮ জকিগঞ্জ উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিজন কুমার সিংহ এর সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ও কমিটির সদস্য সচিব ডা. আব্দুল্লাহ আল মেহেদী, সিলেট ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)-এর নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদ প্রমূখ।

সভায় টাস্কফোর্স কমিটির সভা নিয়মিতকরণ, অত্র উপজেলায় তামাকের বিজ্ঞাপন বন্ধে কোম্পানি ও দোকানীর অবহতির জন্য মাইকিং ও

সচেতনতামূলক লিফলেট ক্যাম্পেইন পরিচালনা, মতবিনিময় সভা আয়োজন এবং আইন অমান্যে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে আইন লঙ্ঘণকারীদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

তামাক নিয়ন্ত্রন আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

সিরাজগঞ্জ॥ ০৬ নভেম্বর সিরাজগঞ্জে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রন) আইন, ২০০৫ বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমান এর নেতৃত্বে শহরের স্টেশন রোড এলাকায় কিছু ইলেকট্রনিক পণ্যের দোকানে অভিযান চালিয়ে সিগারেটের প্যাকেটের ন্যায় মিনি স্পিকার ও তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন জব্দ করে ধ্বংস করা হয়। এছাড়াও বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচারের দায়ে ২ জন দোকানীকে জরিমানা করা হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র সদস্য সংগঠন ডিডিপি'র নির্বাহী পরিচালক কাজী সোহেল রানা।

জামালপুর॥ ১৭ অক্টোবর জামালপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ ইমরানুল হক ও স্নিগ্ধা দাস এর নেতৃত্বে শফি মিয়ার বাজার মোড় ও দক্ষিণ কাচারীপাড়ায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। ঢাকা টোবাকো কোম্পানীর ডিলার পয়েন্টে তামাকজাত দ্রব্যের ব্রান্ড প্রমোশনে ব্যবহৃত লিফলেট, ফেস্টুন ও বিভিন্ন উপহার সামগ্রী জব্দ ও ধ্বংস করার পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণের দায়ে ঢাকা টোবাকো কোম্পানিকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়াও তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচারের দায়ে 'ভোলা স্টোরকে' ৫ হাজার টাকা জরিমানা ও কণা স্টোরের মালিক এনামুল হককে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট।

তামাক নিয়ন্ত্রণে শ্রীবরদী ব্যবসায়ী সমিতির সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণে শ্রীবরদী বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাথে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এনাম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র উদ্যোগে ২৪ অক্টোবর ২০১৮ শ্রীবরদী সরকারী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সম্মেলন কক্ষে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এনাম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নিবার্হী পরিচালক মো. এনামুল কবিরের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা: মো. আনিছুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আমিনুল ইসলাম। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন শ্রীবরদী শিল্প ও বনিক সমতির সদস্য মো. আবু রায়হান, সদস্য আলমগীর হোসেন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য আমজান হোসেন, মমিন মিয়া, আ: জলিল, সাংবাদিক আব্দুল বাতেন, মিজানুর রহমান মিন্টু প্রমূখ। সভা শেষে এনাম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র উদ্যোগে শ্রীবরদী বাজারে সচেতনতামূলক তামাক বিরোধী লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

ব্যবসায়ীদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অবহিতকরণ সভা

২০ ডিসেম্বর ২০১৮ বিকালে রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন (আরডিএসএ) এর সহযোগিতায় সুনামগঞ্জ

পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডস্থ মল্লিকপুর কাউন্সিলরের কার্যালয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সুনামগঞ্জ পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আহমদ নূর এ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মো. নাজমুল হাসান, বিশেষ অতিথি ছিলেন সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের স্যানিটারী ইন্সপেক্টর নাজমা জাহান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আরডিএসএ এর নির্বাহী পরিচালক মো. মিজানুল হক সরকার। সভায় ৮নং ওয়ার্ডের মল্লিকপুর, নতুন বাসটার্মিনালসহ এর আশপাশের ব্যবসায়ীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় তামাকের বিজ্ঞাপন, প্রচার-প্রচারণা এবং পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণকারীদের তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান মেনে ব্যবসায়ীবৃন্দকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য আহ্বান জানান। সভাপতি সমাপনী বক্তব্যে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে কাউন্সিলরের কার্যালয় 'ধূমপানমুক্ত' ঘোষণা করেন। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুনামগঞ্জ জেলা পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন এর দপ্তর সম্পাদক মো. ফরিদ আহমদ, উন্নয়নকর্মী মো. সফিকুল ইসলাম, আরডিএসএ এর স্বেচ্ছাসেবক রতন দাস, পিংকু পাল প্রমূখ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা কার্যালয় 'ধূমপানমুক্ত' ঘোষণা

সুনামগঞ্জ জেলার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কার্যালয় ধূমপানমুক্ত ঘোষণা ও সাইনেজ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৫ ডিসেম্বর ২০১৮ সকাল ১১টায় সুনামগঞ্জ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভায় জেলার সকল উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ক্রেডিট সুপারভাইজার ও প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে অফিসকে আনুষ্ঠানিকভাবে "ধূমপানমুক্ত" ঘোষণা করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. হারুন-অর-রশীদ খান।

সুনামগঞ্জ সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন আরডিএসএ এর সার্বিক সহযোগীতায় "ধুমপানমুক্ত অফিস" শীর্ষক স্টিকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলার সকল কার্যালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. শাহানুর আলম, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আরডিএসএ এর নির্বাহী পরিচালক ও জেলা যুব প্রতিনিধি ও যুব সংগঠক মো. মিজানুল হক সরকার, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সিনিয়র প্রশিক্ষক (কৃষি) মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. মাহফুজুর রহমান, মোহাম্মদ পেয়ার আহমেদ, গোপাল চন্দ্র দাস, প্রশিক্ষক (মৎস্য) মো. আবু সাইদ শেখ, প্রশিক্ষক (কম্পিউটার) মো. আলমগীর কবির, প্রশিক্ষক (পোষাক) হাছিনা জোহুরা, সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেক: এন্ড হাউজ:) তপন কুমার তালুকদার, ক্রেডিট সুপারভাইজার মো. মুজিবুর রহমান, মো. জিল্লুর রহমান, আব্দুল জলিল আহমেদ, একেএম শামছুল হক, মো. মহিম উদ্দিন, সুনির্মল দাস প্রমূখ।

ব্যবসায়ীদের সচেতনতা
মাইকিংয়ের পর তামাকের বিজ্ঞাপন অপসারণ

তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে প্রণীত ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (আইন) ২০০5 লঙ্ঘণ করে জকিগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন বাজারের চায়ের দোকান, মুদি দোকান, হোটেলসহ বিভিন্ন স্থানে তামাকের বিজ্ঞাপনে ভরে উঠেছিল। মানুষকে তামাক সেবনে আকৃষ্ট করতেই কোম্পানিগুলো মূলত এধরনের বিজ্ঞাপন প্রচার করে আসছিল।

২৭ অক্টোবর, ২০১৮ জকিগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিজন কুমার সিংহের নির্দেশনায় অত্র এলাকায় তামাকের বিজ্ঞাপন সরানো ও নতুন করে বিজ্ঞাপন প্রচার না করার জন্য মাইকিং করা হয়। মাইকিংয়ের পর জকিগঞ্জ বাজারসহ উপজেলার বিভিন্ন বাজার থেকে দোকানীরা স্ব স্ব উদ্যোগে তামাকের অধিকাংশ বিজ্ঞাপন অপসারণ করে বলে জানান সিলেট ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস) এর নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদ। বিশেষ করে জকিগঞ্জ পৌর এলাকায় তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নেই বললেই চলে। উল্লেখ্য, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের স্থানীয় সংগঠন সিলেট ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)-এর সহায়তায় জকিগঞ্জে তামাকের বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

কুষ্টিয়ায় 'ধূমপানমুক্ত ঘর' স্টিকার ক্যাম্পেইন উদ্বোধন

তামাক বিরোধী কার্যক্রম নিজ নিজ ঘর থেকে জোরদার করতে হবে এবং তার পদক্ষেপ হিসাবে পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি থেকে পরিবারের সদস্যদের

রক্ষায় নিজেদের ঘর-বাড়ী ধূমপানমুক্ত রাখা জরুরী। ১১ অক্টোবর সকালে সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন সোস্যাল এডভান্সমেন্ট ফোরাম (সাফ) এর আয়োজনে "আমাদের ঘর-ধূমপানমুক্ত ঘর" স্টিকার ক্যাম্পেইনের শুভ উদ্বোধকালে এ অভিমত ব্যক্ত করেন সিভিল সার্জন ও জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য সচিব ডা: রওশনারা বেগম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ মুরাদ হোসেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. মিজানুর রহমান, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা: আব্দুল মোমেন, সাফ'র নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক, ডা: সৈয়দ রাকিব হাসান, সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা শামছুল আলম, এডিডি ইন্টারন্যাশনাল এর জেলা সমন্বয়কারী কোহিনুর খাতুন প্রমূখ।

খুলনায় জাতিসংঘ শিশুপার্ক 'ধূমপানমুক্ত' ঘোষণা

খুলনা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ জনসমাগমস্থল 'জাতিসংঘ শিশুপার্ক' ধূমপানমূক্ত ঘোষনা ও ধূমপানমুক্ত সাইন স্থাপনের আহ্বান জানিয়ে ১২

নভেম্বর, ২০১৮ পার্ক উন্নয়ন কমিটির হাতে ধূমপানমুক্ত সাইন ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বই তুলে দেন তামাক বিরোধী জেলা টাস্কফোর্স কমিটি খুলনা ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের নেতৃবৃন্দ। এসময় উপস্থিত ছিলেন সরকারি কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড খুলনার উপ-পরিচালক বিল্লাল হোসেন খান, খুলনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও আরডিসি অঙ্গজাই মারমা, পার্ক উন্নয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও জেষ্ঠ্য সাংবাদিক হাসান আহমেদ মোল্লা, সিয়ামের নির্বাহী পরিচালক এড. মাসুম বিল্লাহ, আয়কর উপদেষ্টা এসএমজি নেওয়াজ, শিল্পী ও গবেষক বাসুদেব বিশ্বাস বাবলা, বাউল কবি সঞ্জয় কুমার মল্লিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা খালেকুজ্জামান, খুলনা সদর থানার এসআই মো. শাহনেওয়াজ প্রমূখ।

ধূমপানের অপকারিতা পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্তি প্রয়োজন
- মেয়র আ.জ.ম নাছির

ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডসের (সিটিএফকে) সহযোগিতায় 'পিপলস জুবিলান্ট এনগেজমেন্ট ফর টোবাকো ফ্রি চিটাগাং সিটি' প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস (বিটা)। এই প্রকল্পের মাধ্যমে নগরের শিশুদের জন্য বাসযোগ্য তামাকমুক্ত নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করবে বিটা। সহযোগী সংগঠন হিসেবে আছে ক্যাব এবং ইলমা। ১৯ নভেম্বর বিটা'র আয়োজনে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) কেবি আবদুস ছাত্তার মিলনায়তনে প্রকল্পের অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি'র বক্তব্যে মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিন বলেন, আমি নিজে অধূমপায়ী। ধূমপান ও তামাকমুক্ত নগর গড়তে আমার ব্যক্তিগত ও চসিকের পক্ষ থেকে যত ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন তা করা হবে। তামাক নিয়ন্ত্রণে আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ধারাবাহিক কর্মসূচি গ্রহণ জরুরী। তাহলেই দেশব্যাপী জনমত গড়ে উঠবে। আগামী প্রজন্মকে তামাক থেকে রক্ষায় মেয়র স্কুল পর্যায়ে ধূমপান ও সকল প্রকার তামাকের অপকারিতা সম্পর্কে তথ্য পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান।

ইলমা'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেসমিন সুলতানা পারুর সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন প্যানেল মেয়র চৌধুরী হাসান মাহমুদ হাসনী, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর আবিদা আজাদ, সিভিল সার্জন ডা: আজিজুর রহমান সিদ্দিকী, চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিটিএফকে বাংলাদেশের মূখ্য পরামর্শক মো. শরিফুল আলম। আরো বক্তব্য রাখেন কনজ্যুমারস্ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাব এর প্রেসিডেন্ট নাজের হোসেন। অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রদীপ আচার্য্য। *তথ্যসূত্র: বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ১৯ নভেম্বর ২০১৮*

লালমনিরহাটে গুল ফ্যাক্টরি অপসারণের দাবি

লালমনিরহাটে লোকালয় থেকে গুল ফ্যাক্টরি সরিয়ে নেওয়ার দাবিতে ৯ অক্টোবর সকালে কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সামনে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন করেছে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী।

মানববন্ধনে অংশ নেয়া শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও এলাকাবাসী জানান, কালীগঞ্জ উপজেলার কাকিনা ইউনিয়নের তালুক বানিনগর এলাকায় ব্র্যাক শিশু নিকেতন স্কুল ও জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ব্যবসায়ী আনোয়ার হোসেন খোকনের ফ্যাক্টরিতে সকাল-সন্ধ্যা খোলা-মেলা পরিবেশে তামাক পাতা গুড়ো করায় বাতাসের সঙ্গে তামাকের গুড়ো মিশে পরিবেশ নষ্ট করছে। ফলে পথচারী ও পাশেই তালুক বানিনগর ব্র্যাক শিশু নিকেতনের শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় ব্যঘাত ঘটছে এবং তামাক গুড়োর গন্ধে অনেকে হাঁচি-কাশি ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হচ্ছে এবং শিশুদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ছে।

পরিবেশ বিনষ্টকারী এ গুল ফ্যাক্টরি অপসারণের দাবিতে গত ৩০ সেপ্টেম্বর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রবিউল হাসানের কাছে গণ-স্বাক্ষরিত একটি অভিযোগ দায়ের করেন এলাকাবাসী ও ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা। অভিযোগের পরেও ব্যবস্থা না নেওয়ায় মানববন্ধন করেন তারা। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন তালুক বানিনগর ব্র্যাক শিশু নিকেতনের শিক্ষিকা নাজমুন নাহার তিথি, উত্তর বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌসী, গৃহিনী উম্মে কুলসুম সেতু ও আমেনা বেগম প্রমূখ।

কালীগঞ্জ'র **উপজেলা নির্বাহী অফিসার রবিউল হাসান** জানান, এলাকাবাসীর অভিযোগটি আমলে নিয়ে উভয় পক্ষকে নোটিশ দেয়া হয়েছে। তবে অভিযুক্ত এ গুল ফ্যাক্টরির পরিবেশগত ছাড়পত্র রয়েছে কি না তা এখন পর্যন্ত নিশ্চিত নন তিনি। *তথ্যসূত্র: বাংলানিউজ২৪.কম, ৯ অক্টোবর, ২০১৮*

পরোক্ষ ধূমপান, জর্দা সেবন, চুলার ধোঁয়া উচ্চহারে ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন নারীরা

ব্রেস্ট ক্যান্সারের পরই বিশ্বব্যাপী নারীরা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন ফুসফুস ক্যান্সারে। ক্যান্সারে আক্রান্ত নারীদের মৃত্যুর দ্বিতীয় শীর্ষ কারণও এটি। যাক্তরাষ্ট্রেও ক্যান্সারে আক্রান্ত নারীদের ১২ শতাংশ ভুগছে ফুফুস ক্যান্সারে। জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিসংখ্যানে হাসপাতালটিতে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের ওপর জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, বাংলাদেশের নারীরাও যুক্তরাষ্ট্রের সমান হারে ফুসফুস ক্যান্সারে ভুগছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে নারীদের মধ্যে ফুসফুস ক্যান্সারের ব্যাপকতার কারণ মূলত ধূমপান ও মদ্যপান। বাংলাদেশের নারীদের মধ্যে তা অনুপস্থিত। তারপরও কেন তারা উচ্চহারে ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন, উত্তরে ক্যান্সার বিশষজ্ঞরা জানান, পরোক্ষ ধূমপান ও মাটির চুলা থেকে নির্গত ধোঁয়ার কারণেই বেশি হারে ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন দেশের নারীরা। জর্দা ও গুলের ব্যবহারও নারীদের মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে।

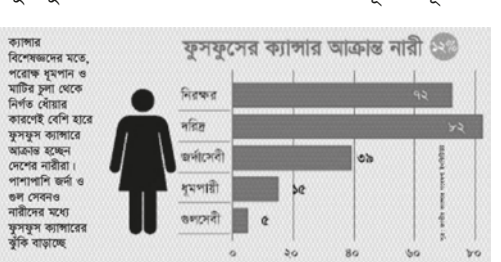

বাংলাদেশে নারীদের মধ্যে ফুসফুস ক্যান্সারের হার জানতে হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের ওপর জরিপ পরিচালনা করছে জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইস্টিটিউটের মেডিকেল অনকোলজি বিভাগ। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ১ হাজার ৫৪৯ জন নারী ক্যান্সার রোগীর তথ্য সংগ্রহ করেছে তারা। তাতে দেখা গেছে, এ রোগীদের ১২ শতাংশ ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) অনকোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. জিল্লুর রহমান ভূইয়া বলেন, পরোক্ষ ধূমপান, বায়ুদূষণ ও চুলার ধোঁয়ার কারণে মূলত নারীদের মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সার বাড়ছে। আমাদের দেশে নারীরা সরাসরি ধূমপান না করলেও পরিবারের পুরুষ সদ্যদের ধূমপানের কারণে তাদের ফুসফুসও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের মেডিকেল অনকোলজি বিভাগের গবেষণা তথ্য বলছে, গবেষণায় অংশ নেয়া নারী ক্যান্সার রোগীদের গড় বয়স ৫৫ বছর। ৬২ শতাংশ রোগীর ডানদিকের ফুসফুসে ক্যান্সার। অংশগ্রহণকারী ৭২ শতাংশ রোগী নিক্ষর আর দরিদ্র ৮২ শতাংশ ও ৫ শতাংশ পান-জর্দায় আসক্ত। সরাসরি ধূমপায়ী ১৫ শতাংশ ও ৫ শতাংশ গুলসেবী।

প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সার শনাক্তের সুবিধা সহজলভ্য করা প্রয়োজন বলে মনে করেন জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউটের এপিডেমিওলোজি বিভাগের প্রধান ডা. মো. হাবিবুল্লাহ তালুকদার রাসকিন। তিনি বলেন, দেশে সব ধরণের ক্যান্সার রোগী বাড়ছে। ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্য মানুষকে সচেতন করতে হবে। পাশাপাশি ক্যান্সার শনাক্তের বিষয়টি মানুষের হাতের নাগালে আনতে হবে। *তথ্যসূত্র: বণিকবার্তা, ৭ নভেম্বর ২০১৮*

ট্যারিফ বাড়ানোতে অসৎ পথে ব্যবসা করার হুমকি আকিজ জর্দ্দার

ট্যারিফ বাড়ানোতে অসৎ পথে ব্যবসা করার হুমকি দিয়েছে আকিজ জর্দ্দা কোম্পানি। কোম্পানিটি বলেছে, অর্থ বিল ২০১৮' তে যে উচ্চহারে ট্যারিফ বাড়ানো হয়েছে তাতে তাদের পক্ষে সততার সঙ্গে ব্যবসা করা সম্ভব নয়। ভোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে কম মূল্যে জর্দ্দা বাজারজাত করা হচ্ছে বলেও প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছে কোম্পানিটি। আকিজ জর্দ্দা ফ্যাক্টরি লিমিটেডের প্যাডে লিখিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরিত এক চিঠিতে (সূত্র: এজেডএফএল/এমডি/১৮/৪০৬ তাং ১২-০৮-২০১৮ ইং) এই দাম্ভিকতা প্রকাশ করা হয়েছে। কোম্পানিটি বলেছে, উচ্চহারে ট্যারিফ বাড়ানোতে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে এবং তামাক কারখানার মহিলা শ্রমিকরা বেকার হচ্ছে।

চিঠিতে রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানকে জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র ট্যারিফ বাড়ানোতে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে জর্দ্দার মতো পন্য বাজারজাত করা হচ্ছে। এছাড়া নকল এবং চোরাই পথে আমদানীকৃত জর্দ্দায় দেশের বাজার সয়লাভ হয়ে যাচ্ছে। দাম বেড়ে যাওয়ায় ক্রেতারা কম কিনছেন জর্দ্দা। এতে ভিন্ন কৌশলে বিক্রি বাড়াতে হচ্ছে কোম্পানিকে। এমনকি মহিলা শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করতে হচ্ছে।

বিষয়টিকে অত্যন্ত নীতিবহির্ভূত এবং আইন বিরোধী হিসেবে মনে করেন **এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম**। তিনি বলেছেন, সরকার যেখানে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমাতে বিড়ি-সিগারেট এবং সকল প্রকার তামাকজাত পণ্যের ওপর দাম বাড়াচ্ছে, সেখানে এভাবে চিঠি দিয়ে জর্দ্দার ওপর ট্যারিফ কমানোর দাবি করাটা বেআইনি। ট্যারিফ বাড়ানোর ফলে যদি জর্দ্দার বাজার পড়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে সরকার সফল। কারণ ট্যারিফ বাড়িয়ে সরকার এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে চেয়েছে। যাতে সাধারণ মানুষ জর্দ্দা বা গুলের মতো ক্ষতিকর নেশা জাতিয় দ্রব্যগুলো পরিহার করে এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকিমুক্ত থাকে।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী **সাইফুদ্দিন আহমেদ** বলেন, জর্দ্দার দাম বাড়ানোতে সাধারন ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতা কমেছে। এতে কোম্পানির ব্যবসার ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতি পোষাতে রাজস্ব ফাঁকি নকল দিয়ে জর্দ্দা বাজারজাত করা হচ্ছে। আবার ব্যবসা কম হওয়ার দোহাই দিয়ে মহিলা শ্রমিক ছাটাই করা হচ্ছে। একটি অজুহাত মাত্র। প্রতিবছর তামাক কোম্পানিগুলো যে রাজস্ব প্রদান করে তার কয়েক হাজারগুণ বেশি ক্ষতি হয় জর্দ্দার মতো তামাকজাত দ্রব্য সেবনের কারণে। কিভাবে জর্দ্দা কোম্পানিগুলো লাভবান হচ্ছে তা এখনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের খতিয়ে দেখা উচিত।
তথ্যসূত্র: হলি টাইমস, ১৪ নভেম্বর, ২০১৮

তামাকমুক্ত বাংলাদেশ: প্রতিবন্ধকতা ও করনীয়

আবু রায়হান

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'তামাক' একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। তামাকের কারনে দেশে প্রতিবছর ১ লক্ষ ৬২ হাজারের অধিক মানুষ মারা যাচ্ছে! লক্ষ লক্ষ মানুষ পঙ্গুত্ববরণ ও নানাবিধ শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছে। বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে অনেক অগ্রগতি সাধিত হলেও অসংক্রামক রোগজনিত (হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সার, ডায়বেটিস) মৃত্যুহার ৬৭% এ এসে দাঁড়িয়েছে, যার অন্যতম কারণ তামাক সেবন।

সর্বগ্রাসী তামাকের ক্ষতি সম্পর্কে সরকার ও জনগণ এখন অনেক সচেতন। তামাকের কারনে শারীরিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভয়াবহতা বিবেচনায় নিয়ে তামাকজাত পণ্য উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে বাংলাদেশ সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের প্রসংশনীয় উদ্যোগসমূহ: ২০০৩ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল এফসিটিসিতে স্বাক্ষর ও ২০০৪ সালে অনুস্বাক্ষর এবং এরই আদলে ২০০৫ সালে দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন, দূর্বলতা নিসরণকল্পে ২০১৩ সালে আইন সংশোধন ও ২০১৫ সালে বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে সকল তামাকজাত পণ্যের উপর ১% স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আরোপ, ২০১৬ সালে সকল বাঁধা উপেক্ষা করে তামাকজাত পণ্যের মোড়কে ৫০% সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর প্রচলন করে সরকার। তামাক খাত হতে সারচার্জের প্রাপ্ত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি ২০১৭ পাস তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের গুরুত্বের সাক্ষ্য বহন করে।

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং এ লক্ষ্যে বহুবিধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এসডিজি'র ৩ নং লক্ষ্যমাত্রার আলোকে বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তামাক নিয়ন্ত্রণকে অত্যান্ত গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তামাক সেবন অসংক্রামক রোগের অন্যতম প্রধান কারন বিধায় তামাকজনিত রোগের প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (এনসিডিসি) অপারেশনাল প্ল্যানে (ওপি)তে তামাক নিয়ন্ত্রণ যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, এফসিটিসি প্রতিপালনে গাইডলাইন, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য 'কোড অব কন্টাক্ট' প্রণয়নের কাজ চলছে।

সবচেয়ে বড় আশার বাণী শুনিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তিনি ২০৪০ সালের মধ্যে "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন যা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অধূমপায়ী হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ ধরনের পদক্ষেপ আমাদেরকে আশান্বিত করে। গুরুত্বপূর্ণ এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বিশ্ব দরবারে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

তামাক কোম্পানির কূটকৌশল ও প্রতিরোধে করণীয়: তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের অর্জনকে প্রশ্নবিদ্ধ ও চলমান পদক্ষেপসমূহকে বাধাগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রায়েছে ধূর্ত তামাক কোম্পানিগুলো। যেমন: আইন ও নীতি বাধা ও বিলম্বকরণ, প্রণীত আইন বাস্তবায়নে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং বিশেষ করে তামাক কোম্পানিগুলোর মধ্যে আইন না মানার প্রবণতা বেড়েই চলেছে।

বাংলাদেশ জনবহুল ও ছোট রাষ্ট্র হওয়া সত্বেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে শক্ত অবস্থানে রয়েছে। খাদ্য ও কৃষিপণ্য উৎপাদনে এ ধরনের আশাব্যঞ্জক ও উর্ধ্বগামী অবস্থান ধ্বংস করতে তৎপর বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলো। দেশে তামাক চাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দরিদ্র কৃষকদের প্রলোভনোর ফাঁদে ফেলে তামাক চাষে ধাবিত করছে। আগামী দিনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নানাবিধ কারণে খাদ্য উৎপাদনযোগ্য কৃষি জমির পরিমাণ কমতে থাকায় দেশে এমনিতেই খাদ্য ঘাটতির আশংকা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে খাদ্য উৎপাদনযোগ্য কৃষি জমিতে তামাক চাষের আগ্রাসন ও ক্রমবর্ধমান হার খাদ্য ঘাটতি তরান্বিত করবে, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়বে। কাজেই, প্রাণঘাতী তামাকের চাষ নিয়ন্ত্রণ জরুরি। এক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয় প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে। দেশে খাদ্য শস্য উৎপাদনযোগ্য জমিতে যাতে তামাক চাষ না হয় সে জন্য নির্দেশনা প্রদান করা উচিৎ, যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক তামাক চাষে ঋণ প্রদান বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি চাষীদেরকে বিকল্প ফসল উৎপাদনে উৎসাহিতকরণ ও তামাক কোম্পানি যেন চাষীদের কোনভাবেই তামাক চাষে প্ররোচিত করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্য তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি চুড়ান্ত করা জরুরী।

তামাক কোম্পানিগুলোর প্রদত্ত রাজস্ব সরকারের স্বাস্থ্য ব্যয়ের চাইতে বড় করে দেখার প্রবণতা লক্ষণীয় যা অত্যন্ত দু:খজনক। তামাক খাত হতে প্রাপ্ত রাজস্বের চাইতে সরকারের স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ অনেক বেশি এটা অনুধাবণ করতে হবে। দুই টাকা পুড়িয়ে এক টাকা আয়ের যে অভ্যাস তা পরিহার করা উচিৎ। কাজেই, রাজস্ব আয় কমার ভয় থেকে বেরিয়ে এসে তামাক কোম্পানিগুলোর কর ফাঁকি রোধ এবং দেশে তামাকের কর ব্যবস্থার আধুনিকায়নে একটি সুনির্দিষ্ট ও শক্তিশালী তামাক কর নীতি প্রণয়ন করা এখন অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃপক্ষের অন্যতম বড় কাজ। এভাবে সকল প্রকার তামাকজাত পণ্যের প্রকৃত মূল্য ও কর বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যাওয়া জরুরী।

তামাক সামগ্রীক পরিবেশ কাঠামোর জন্য ক্ষতিকর। পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর তামাকের কারনে পরিবেশ সংক্রান্ত ক্ষয়-ক্ষতির জন্য তামাক কোম্পানিকে পরিবেশ কর আরোপ ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় তামাক চাষের জন্য ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে পারে।

তামাক কোম্পানিগুলো তাদের পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা কার্যক্রম অব্যাহত রেখে চলেছে। যা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সু-স্পষ্ট লঙ্ঘণ। দীর্ঘমেয়াদে ভোক্তা ও মুনাফা অর্জনের বড় ক্ষেত্র হিসেবে তরুণ জনগোষ্ঠিই এখন তামাক কোম্পানির সবচেয়ে বড় টার্গেট। পুরনো ভোক্তা ধরে রাখতে ও নতুন ধূমপায়ী তৈরীতে কোম্পানিগুলোর যে আগ্রাসী মনোভাব, কঠোর পদক্ষেপ ছাড়া ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পাবে।

তামাক কোম্পানিগুলো বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে যুবসমাজকে ব্যাটল অব মাইন্ড কর্মসূচিতে ব্যবহার করছে। সরাসরি মানুষের হাতে তামাকজাত পণ্য তুলে দিতে তরুণদেরকে ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা হিসাবে নিয়োগ দিচ্ছে এবং তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন ইভেন্ট আয়োজন করছে মানুষকে তামাকজাত পণ্য সেবনে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে। দেশব্যাপী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, হাট-বাজার ও জনসমাগম স্থলগুলোতে তামাকজাত পণ্যের বিক্রয় কেন্দ্র (পয়েন্ট অব সেল) বাড়ছে উদ্বেগজনক হারে। এসকল দোকানগুলোকে বিজ্ঞাপন প্রচারের বড় হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে।

গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস্ ২০১৭) এর তথ্যানুসারে, বাংলাদেশে গত আট বছরে মানুষের মাঝে তামাক ব্যবহারের মাত্রা ৪৩.৩% হতে ৩৫.৩% এ নেমেছে। অর্থাৎ- গ্যাটস্ ২০০৯ এর ও ২০১৭ এর মাঝে গত ৮ বছরে তামাক ব্যবহারের মাত্রা ৮ শতাংশ কমেছে। এ ধারা অব্যাহত রেখে শূন্যের কোঠায় আনতে হলে তামাকজাত দ্রব্যের সকল প্রকার বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধে আইন বাস্তবায়নে প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ জরুরী।

বহুজাতিক কোম্পানির প্রভাব: সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পেছনে তামাক কোম্পানিগুলোর কূট-কৌশল প্রয়োগ ও প্রভাব বিস্তার অন্যতম কারন। এজন্য তামাক চাষ কিংবা ক্ষতিকর তামাকজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে কোম্পানিকে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান বন্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী। জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তামাক কোম্পানিকে বর্জন করতে হবে। পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রণীত সকল নীতিসমূহের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে এফসিটিসি'র আলোকে গাইড লাইন প্রণয়ণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তাদের তামাক কোম্পানি হতে দুরে থাকা জরুরী।

সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয়, বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তামাকজাত পণ্যের বড় বাজার হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিচ্ছে। সম্প্রতি, জাপান টোব্যাকো বাংলাদেশে সিগারেটের বাজার আরো সম্প্রসারণের জন্য প্রায় সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকায় বাংলাদেশের আকিজ টোব্যাকো'র তামাক ব্যবসা ক্রয় করেছে। বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির আড়ালে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় তামাক কোম্পানি (জেটি) বাংলাদেশে সরাসরি ব্যবসার সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করছে। এদেশের মানুষকে মৃত্যুপথে ধাবিত করায় উৎসাহী তামাক কোম্পানিগুলোকে সরকারী অনুমোদন পূণরায় বিবেচনা করতে হবে।

উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রত্যাশিত হলেও মনে রাখা প্রয়োজন সকল বিনিয়োগ রাষ্ট্রের কল্যাণ বয়ে আনে না।

আমরা "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর ৩১ মে তামাকমুক্ত দিবস পালনের আদলে বাংলাদেশেও একটি দিনকে 'জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস' হিসাবে পালনে সরকারী উদ্যোগ জরুরী। ঠিক যেমন এফসিটিসি'র আদলে দেশে ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। তামাক বিরোধী সংগঠনসমূহের সম্মিলিত মঞ্চ বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের পথচলা ১৯৯৯ সালের ৯ অক্টোবর। দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন জোরদারকরণে দেশব্যাপী ৭ শতাধিক সংগঠনকে সাথে নিয়ে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট অব্যহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে ২০১১ সাল থেকে বেসরকারীভাবে প্রতিবছর দিনটিকে "জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস" হিসেবে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পালন করে আসছে জোটভূক্ত সংগঠনগুলো। তামাকমুক্ত বাংলাদেশের একটি পদক্ষেপ হিসাবে ৯ অক্টোবরকে "জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস" হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান ও পালনে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই। এভাবে সকলের অংশগ্রহণে "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" বাস্তবায়ন সহজ ও তরান্বিত হবে।

লেখক: সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ টাস্ট

বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে বড় প্রতিবন্ধকতা তামাক কোম্পানিগুলোর হস্তক্ষেপ

শারমীন আক্তার রিনি

তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিসমুহের সুরক্ষায় ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোবাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এর আর্টিকেল ৫.৩ একটি শক্তিশালী মাধ্যম। বিশ্ব জুড়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রণীত নীতিসমুহ সুরক্ষা এবং তামাক কোম্পানিগুলোর হস্তক্ষেপ প্রতিহতকরনে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এই আর্টিক্যালে। বাংলাদেশ তামাক নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের চেষ্টা করলেও তামাক কোম্পানিগুলোর প্রতিবন্ধকতামূলক কার্যক্রমগুলোর ফলে আমাদের অগ্রগতি ব্যহত হচ্ছে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে তামাক নিয়ন্ত্রণে আরও কঠোর হওয়া প্রয়োজন।

আর্টিকেল ৫.৩ তে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখার বিষয়ে সুনিদিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ আর্টিক্যালে উল্লেখ করা হয়েছে "তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত জনস্বাস্থ্য নীতি প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নে রাস্ট্রসমূহ জাতীয় আইন অনুযায়ী তামাক কোম্পানির স্বার্থ থেকে নীতিমালাসমুহ রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন"। অর্থাৎ রাষ্ট্র তার জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতি তৈরি ও বাস্তবায়ন তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখবেন। যদি তামাক নিয়ন্ত্রণ বা অন্য কোন প্রয়োজনে তামাক কোম্পানীর সাথে আলোচনার প্রয়োজন হয় তাহলে যেসকল বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে।

আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি এফসিটিসি স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসাবে এফসিটিসি ও এর আর্টিকেল ৫.৩ ও অন্যান্য আর্টিকেলসমূহ প্রতিপালন করা বাংলাদেশের দায়িত্ব। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও নৈতিকতার বিষয় জড়িত। তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সকল নীতি তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখা শুধু সরকার নয় প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীরও দায়িত্ব ও কর্তব্য। অথচ এবিষয়ে এখনো তামাক নিয়ন্ত্রণে সেভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

বিশ্বের অনেক দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও তামাক কোম্পানীগুলো নানা উপায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতিতে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে আসছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধন ও বিধিমালা প্রণয়ন, তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি, সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন, প্যাকেটের গায়ে ছবিসহ স্বাস্থ্য সর্তকবানী প্রদাণ প্রভৃতি বিষয়ে তামাক কোম্পানীগুলো নানাভাবে প্রভাব বিস্তারের নজীর আমাদের দেশে রয়েছে। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, তামাক বিরোধী সংগঠন এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয় এধরনের কিছু ইতিবাচক ব্যক্তিবর্গের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই তারা সেভাবে সফল হতে পারছে না। এছাড়াও তামাক কোম্পানীগুলো নিজেদের ইতিবাচক ইমেজ গড়ে তোলার জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচীর নামে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, বৃক্ষরোপনসহ তাদের নানা কর্মসূচীতে নীতি-নির্ধারনী পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে সুনিদিষ্ট কোন নির্দেশনা না থাকলে এভাবে তামাক কোম্পানীগুলোর নীতিতে হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

নানা কৌশলে নীতি প্রণয়ন বাধাগ্রস্ত করার অংশ হিসাবে বিগত দিনে তামাক কোম্পানীকে সংসদ ভবন এলাকায় বৃক্ষরোপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা গেছে। তামাক বিরোধী সংস্থাগুলোর স্মারকলিপি প্রদাণ ও দাবীর মুখে পরবতীতে তামাক কোম্পানীর অর্থে গাছ লাগানো থেকে বিরত থাকা হয়। প্রতিবছর তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্থ করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবর চিঠি প্রেরণের পাশাপাশি সভা সেমিনারের আয়োজনসহ নানা ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করতে দেখা যায় তামাক কোম্পানীগুলোর। শুধু সভা সমাবেশ নয় রাজস্ব মওকুফের জন্য ঢাকা বৃটিশ হাই কমিশন অর্থমন্ত্রীর কাছে তদবিরও করেন (১ হাজার ৯২৪ কোটি টাকা রাজস্ব মওকুফের জন্য তদবির করা হয়)। গত ৪ বছরে বাংলাদেশ সরকারের সাথে দীর্ঘমেয়াদী ট্যাক্স বিতর্ক নিয়ে আলোচনার জন্য ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর সাথে ৯ বার Foreign Office (FO) and the Department for International Trade (DIT) কর্মীদের সাথে দেখা করে।

সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমেও তামাক কোম্পানীগুলোকে নীতিনির্ধারকদের কাছে নিজেদের ইমেজ তৈরীর প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে দেখা গেছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে সকল ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ থাকলেও বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের আয়োজিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠানে ব্যাপক বিজ্ঞাপনে সজ্জিত করে বিএটি পৃথক 'স্মোকিং জোন' এবং বিক্রয় কেন্দ্রতৈরি করে দিয়েছে। এ অনুষ্ঠানে সাংসদ, মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ বিপুল পরিমান মানুষ অংশগ্রহন করে।

উৎকণ্ঠার বিষয় হচ্ছে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে নানাভাবে রাষ্ট্রীয় পুরুস্কার প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা। বৃক্ষরোপন, সর্বোচ্চ কর প্রদানকারী ইত্যাদি বিষয়ে তামাক পন্য উৎপাদনকারী এসকল কোম্পানীগুলোকে পুরুস্কৃত করার হলে ক্ষতিকর পন্য উৎপাদনে কোম্পানীগুলো আরো উৎসাহী হয়ে উঠবে।

দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে তামাক কোম্পানীর নীতিতে হস্তক্ষেপ প্রতিহতকরনে উদ্যোগ গ্রহণ জরুরী। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল ইতিমধ্যেই এবিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শুধু তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল নয় তামাক নিয়ন্ত্রণে স্বার্থে রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানের তামাক কোম্পানীর নীতিতে হস্তক্ষেপ প্রতিহতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তবে আমরা আশাবাদী ইতোমধ্যেই কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এবিষয়ে সচেতন হতে শুরু করেছে। আমাদের প্রত্যাশা তামাক নিয়ন্ত্রণের এ উদ্যোগ যেনো থেকে না যায়।

লেখক: প্রকল্প কর্মকর্তা, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ টাস্ট

‘তামাকমুক্ত বাংলাদেশ’ বাস্তবায়নে এনটিসিসি’র উদ্যোগে রোডম্যাপ প্রণয়নের কাজ শুরু

সৈয়দা অনন্যা রহমান॥ ২০৪০ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রত্যয় অনুযায়ী “তামাকমুক্ত বাংলাদেশ” বাস্তবায়নে খসড়া রোডম্যাপ প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি)। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল’র সমন্বয়কারীকে আহবায়ক করে তামাক বিরোধী সংগঠনসমূহে সমন্বয়ে খসড়া রোডম্যাপ প্রণয়নে ৮ সদস্যের কমিটি গঠন ও প্রথম সমন্বয় সভা ২০ নভেম্বর ২০১৮ স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (জওবি) মো. হাবিবুর রহমান খান এর সভাপতিত্বে সভায় জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল’র সমন্বয়কারী মো. খলিলুর রহমান, ভাইটাল স্ট্রাটেজিস এর হেড অব প্রোগ্রামস্ মো. শফিকুল ইসলাম, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার ডা. সৈয়দ মাহফুজুল হক, নাটাব এর নির্বাহী পরিচালক মো. কামাল উদ্দিন, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ, তামাক বিরোধী নারী জোট এর আহবায়ক ফরিদা আখতার, এনটিসিসি’র প্রোগ্রাম অফিসার আমিনুল ইসলাম, ডা. মো. ফরহাদুর রেজা, ঢাকা আহসানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট’র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান, বিসিসিপি’র তামাক নিয়ন্ত্রণ গবেষণা প্রকল্পের টিম লিডার মো. শামিমুল ইসলাম, ইপসা’র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. নাজমুল হায়দার, এসিডি’র এডভোকেসী অফিসার মো. শরিফুল ইসলাম, সুপ্র’র তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোহাম্মদ হাসনাইন, প্রজ্ঞা’র মনিটরিং অফিসার মেহেদী হাসান প্রমুখ।

অতিরিক্ত সচিব **মো. হাবিবুর রহমান খান** বলেন, ন্যাশনাল হার্ট ফাইন্ডেশনের এক সেমিনারে ভাইটাল স্ট্রাটেজিস এর হেড অব প্রোগ্রামস্ মো. শফিকুল ইসলাম এর প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী’র কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক আবুল কালাম আজাদ তামাকমুক্ত বাংলাদেশ কর্মপরিকল্পনা (জড়ধফসধঢ়) প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় এ রোডম্যাপ প্রণয়ন ও তামাকমুক্ত বাংলাদেশ বাস্তবায়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এনটিসিসি সমন্বয়কারী **মো. খলিলুর রহমান** বলেন, তামাকখাত থেকে প্রাপ্ত সারচার্জের অর্থে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনায় সম্প্রতি এনটিসিসি কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে ‘জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কমসূচি’র রুপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। শ্রীঘ্রই তা চূড়ান্ত হবে। বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নেও কমিটি গঠনের মাধ্যমে খসড়া তৈরী করা হবে। উক্ত খসড়া কপি নিয়ে অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য) এর নেতৃত্বে আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটিতে আলোচনার মাধ্যমে রোডম্যাপ প্রণয়নের কাজ এগিয়ে নেয়া হবে। “তামাকমুক্ত বাংলাদেশ” বাস্তবায়নে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায় পড়ুন

তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ

বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস (বিসিসিপি), বাংলাদেশ টোব্যাকো কন্ট্রোল রিসার্চ নেটওয়ার্ক (বিটিসিআরএন) ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোরে অবস্থিত জনস হপকিন্স ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথের যৌথ আয়োজনে বাংলাদেশ তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষণা-ফলাফল প্রকাশ সংক্রান্ত এক সম্মেলন ১০ ডিসেম্বর ২০১৮ গুলশানের লেকশোর হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়।

গত বছরের গবেষণা কর্মে অনুদানপ্রাপ্ত ৯টি তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষণার ফলাফল সম্মেলনের ৩টি অধিবেশনে প্রকাশ করা হয়। নয়টি গবেষণার ৪টি সম্পন্ন করেছেন বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী গবেষকরা। বাকি ৫টি সম্পন্ন করেছেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার অভিজ্ঞ গবেষক। গবেষণাগুলোর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে- বাংলাদেশের উত্তরের চরাঞ্চলে তামাক ব্যবহার প্রতিরোধের জন্য কার্যকর এডভোকেসি (প্রচার) কৌশল, গণপরিবহনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মেনে চলার মাত্রা, বাংলাদেশে আয়ের স্থিতিস্থাপকতা এবং তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের মধ্যে সম্পর্ক, সিগারেটের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কতা: বাংলাদেশের যুবকদের ধূমপান থেকে নিবৃত্ত করার ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা এবং বাংলাদেশে খুচরা তামাক বিক্রয়ের লাইসেন্স গ্রহণ: সম্ভাব্য ফলাফল এবং বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জগুলো অনুসন্ধান করা।

বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায় পড়ুন

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট দীর্ঘ ১৬ বছর যাবৎ তামাক বিরোধী কার্যক্রমের তথ্যচিত্র তুলে ধরে ত্রৈমাসিক পত্রিকা “সমস্বর” প্রকাশ করে আসছে। জোট তার মূখপত্রে তামাক বিরোধী কার্যক্রমের সংবাদ তুলে ধরতে চায়। আপনার সংগঠনের তামাক বিরোধী কার্যক্রমের সংবাদ বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সচিবালয় (১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়েরবাজার, ঢাকা-১২০৭ ইমেইল infobatabd@gmail.com) বরাবর প্রেরণ করুন।

Book Post

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী **সাইফুদ্দিন আহমেদ** কর্তৃক ‘বাড়ি নং ১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়ের বাজার, ঢাকা ১২০৭’ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: ৮৮-০২-৯১১২৪৪৬, ০১৫৫২-৪৯৩৫১৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮৬২৯২৭১, ই-মেইল: infobatabd@gmail.com, info@bata.net.bd ওয়েব: www.bata.net.bd